জাতীয় শিক্ষাক্রম
২০১২

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ–দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা : সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১২

মুদ্রণে :

মুখবন্ধ

দিন বদলের অঙ্গীকার পূরণ এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা। শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব হবে বিধায় সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বমহলের নিকট গ্রহণযোগ্য এক যুগান্তকারী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষানীতি অনুসারে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সাধন। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রচলিত শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় দর্শন ও আদর্শ , ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সমকালীন জীবনের চাহিদা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করতে হয়। মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়। এ দীর্ঘ সময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হলেও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন না হওয়ায় এর প্রতিফলন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আসেনি। তাই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সময়ের দাবি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রম রূপরেখা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে শিক্ষাক্রম রূপরেখা জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। শিক্ষাক্রমের অনুমোদিত রূপরেখা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ১৭টি এবং নবম ও দশম শ্রেণির ২৭টি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়। এ সকল কমিটিতে বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শ্রেণিশিক্ষক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন।

সাম্প্রতিক কালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিষয়বস্তু, যেমন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্যারিয়ার শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও আমাদের করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ইত্যাদি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের চেতনার মধ্যে ধারণ করা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রেরণা। শিখনশেখানো কার্যক্রম ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। মুখস্থ করার পরিবর্তে 'করে শেখা'র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সর্বোপরি এ স্তরের শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশ দ্বার হিসাবে বিবেচনা করে কর্মজীবনে প্রবেশে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী করে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শিক্ষাক্রম উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি ছাড়াও এনসিসিসি, প্রফেশনাল কমিটি, টেকনিক্যাল কমিটি, ভেটিং কমিটি এবং সার্বিক সমন্বয় কমিটি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এ সকল কমিটির সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আশা করছি, উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। এ নতুন প্রজন্ম দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	iii
২.	সূচনা	১
৩.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যৌক্তিকতা	১
৪.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত মডেল	২
৫.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া	২
৬.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য	৭
৭.	শিক্ষাক্রম রূপরেখা	৭
৮.	শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল	১০
৯.	শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	১৫
১০.	শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি	১৯
১১.	খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম	২৩

১. সূচনা

১.১ যথোচিত পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে যেকোন কার্যক্রমের সফলতা। শিক্ষা কার্যক্রমের এরূপ পূর্ব-পরিকল্পনাই শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও শিখন চাহিদার সাথে এবং সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয় নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম। কে, কেন, কী, কিভাবে, কার সহযোগিতায়, কী দিয়ে, কোথায়, কত সময় ধরে শিখবে এবং যা শিখল কিভাবে তা যাচাই করা যাবে এসব প্রশ্নের উত্তর শিক্ষাক্রমে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশনা-এসবই শিক্ষাক্রমের প্রতিপাদ্য বিষয়। শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতেই প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিখনসামগ্রী এবং পরিচালিত হয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম। এসব প্রণয়নের নির্দেশনাও থাকে শিক্ষাক্রমে। শিক্ষাক্রমকে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীল-নকশা বলা হয়ে থাকে।

১.২ শিক্ষাক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে চলমান শিক্ষাক্রমের সবলতা-দুর্বলতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করা হয়। সময়ের সাথে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের ফলে শিখন চাহিদাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখা আবশ্যক। আবার এমন সময় আসে যখন পুরানো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সময়ের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না, তখন নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যও নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যৌক্তিকতা

২.১ মাধ্যমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে প্রণীত। এরপর দীর্ঘ সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ চাহিদানুযায়ী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২.২ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপর **'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ'** শীর্ষক পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে শিক্ষাক্রমের অনেক দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম অতিমাত্রায় তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত যা শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করতে উৎসাহিত করে। প্রচলিত শিক্ষাক্রমে অনুসন্ধান, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন, হাতে-কলমে কাজ করে শেখার সুযোগ, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের সুযোগও কম। প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বিষয়বস্তু যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদির প্রতিফলন খুবই সীমিত। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া, লেখা-এসব দক্ষতা শিখনের জন্য শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বাস্তবায়নে এগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষার্থীদেরকে কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের অবদান সন্তোষজনক নয়। নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

২.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী জনশক্তি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

২.৪ বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টি করা। আর শিক্ষার মাধ্যমে তা করার জন্য প্রয়োজন উপযোগী শিক্ষাক্রম।

২.৫ একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 'Learning: The Treasure Within' এ মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনে প্রবেশদ্বার 'gateway to life' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছে। স্তম্ভসমূহ হচ্ছে- জানার জন্য শেখা, কাজ করার জন্য শেখা, মিলেমিশে থাকার জন্য শেখা এবং বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা। এসব স্তম্ভের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

৩. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত মডেল

উদ্দেশ্য-শিখনফল মডেল (Objective Model) অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন করা হয়েছে। এটিকে ফলভিত্তিক মডেলও (Product Model) বলা হয়। এ মডেল অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। প্রান্তিক শিখনফলকে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ-এ তিন ভাগে বিভাজন করা হয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলকে ভিত্তি করে শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কৌশলসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। আজকের বিশ্বে বহু দেশ উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে থাকে।

৪. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসইএসডিপি এর শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ, এনসিটিবি-এর শিক্ষাক্রম শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নেতৃত্ব ও নির্দেশনা প্রদান করেন এসইএসডিপির জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

প্রবাহ চিত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

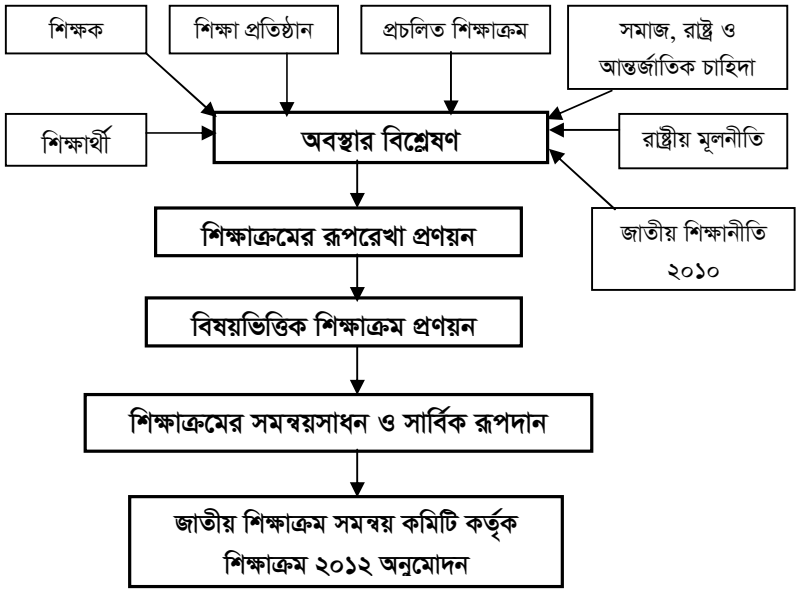

৪.১ অবস্থার বিশ্লেষণ

৪.১.১ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের (নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করেন। যৌক্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা যাচাই করা হয়। এই পর্যালোচনার ফলাফল নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে বিবেচনায় রাখা হয়।

৪.১.২ প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন

এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ **'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১০'** শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এ সমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক, বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত এবং শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদা নিরূপণ করা হয়।

৪.১.৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখিত শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত ধারাসমূহ পর্যালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত তৈরি করা হয়। শিক্ষানীতির ভিত্তিতেই প্রচলিত সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি) শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ও একমুখী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একই শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪.১.৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

সমসাময়িক বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের- ভারত , শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া (অঙ্গরাজ্য), যুক্তরাজ্য (অঙ্গরাজ্য) এবং কানাডার (অঙ্গরাজ্য) শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ করে শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিকসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এদের উপযোগিতা যাচাই করা হয়।

৪.১.৫ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা

দেশ-বিদেশে প্রকাশিত শিক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ করে শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন UNESCO (1996) 'Learning: The Treasure Within; O'Neill, Geraldine (2010) 'Programme Design: Overview of Curriculum Models'; Marsh, C.J (1997) 'Perspective Key Concepts for Understanding Curriculum'; Sheehan, John (1986) Curriculum Models: Product versus Process, Smith, P.L (1993) Instructional Design, Macmillan; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পরিচালিত (২০১২) নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা শীর্ষক প্রতিবেদন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ, তামাক নিয়ন্ত্রণ, UNICEF (২০০৯) পরিচালিত 'জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা'।

তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৩১টি প্রতিবেদন জমা দেয়। এসব প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৩১টি প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, খাদ্য-পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি-এইডস, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ইত্যাদি।

৪.২ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন

অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের ভিত্তিতে এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ জাতীয় পরামর্শকের নির্দেশনায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র নির্ধারণ করেন। এসবের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

৪.২.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা

- মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি
- নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান
- অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান
- বিজ্ঞানমনস্ক ও কর্মমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
- জীবনদক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- সব ধরনের বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান
- বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান

৪.২.২ **শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র**

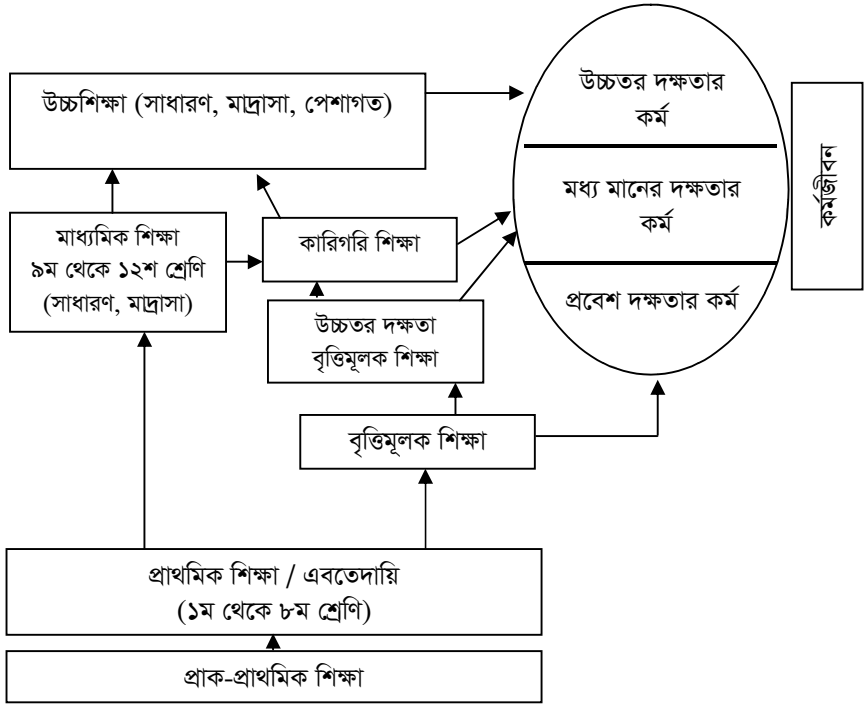

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে অঙ্কিত অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্রানুসারে ৮ বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষায় যাবে এবং অন্য অংশটি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে তারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রথম দু'বছর শেষে কেউ কেউ কারিগরি শিক্ষায় যাবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের একটি অংশ প্রবেশ দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, অন্যরা উচ্চতর দক্ষতা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই শিক্ষা শেষে কিছু সংখ্যক কারিগরি শিক্ষায় যাবে এবং অন্যরা মধ্যমানের দক্ষতা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। কারিগরি শিক্ষা শেষে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষায় (প্রকৌশল) যাবে, কেউবা মধ্য মানের দক্ষতা কর্ম জীবনে প্রবেশ করবে। উচ্চ শিক্ষা শেষে উচ্চতর দক্ষতার কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। এভাবে বিভিন্ন জ্ঞান দক্ষতা নিয়ে কর্মজীবন শুরু করবে।

৪.২.৩ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত নীতিমালা ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের শিক্ষায় অগ্রসরণ চিত্রকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রমের খসড়া রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের বেশ কয়টি অভ্যন্তরীণ সভায় পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করা হয়। এভাবে পরিমার্জিত রূপরেখা দু'টি জাতীয় সেমিনারে (২৫ আগস্ট ২০১০ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১) উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। এসব সেমিনারে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, শ্রেণি শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এ সেমিনারে মহান জাতীয় সংসদের কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করেন। সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনায় রেখে রূপরেখাটি পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জিত রূপরেখাটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। (শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ৬ নং অনুচ্ছেদে সংযোজিত)

৪.২.৪ শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য, স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়, বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও সাপ্তাহিক ক্লাস পিরিয়ড, শিক্ষাবর্ষের কর্মদিবস ও ছুটির তালিকা, ক্লাস-পিরিয়ডের ব্যাপ্তি, জাতীয় দিবসসমূহে করণীয় ইত্যাদি।

৪.৩ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক ও এনসিটিবিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫ থেকে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা হয়। প্রতিটি বিষয় কমিটিতে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এসইএসডিপির একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ।

৪.৩.১ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটিসমূহকে তিনটি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে (ক) শিক্ষাক্রমের রূপরেখা পরিচিতি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা (খ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত ছক ও এর ব্যবহার (গ) ছকভিত্তিক হাতে কলমে নমুনা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং পর্যালোচনা।

৪.৩.২ প্রশিক্ষণে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিম্নলিখিত সোপান অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:
(ক) ভূমিকা (বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) (খ) উদ্দেশ্য (সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির আলোকে বিষয়ের উদ্দেশ্যাবলি) (গ) প্রান্তিক শিখনফল (বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জন উপযোগী নির্ধারিত স্তর শেষে অর্জনযোগ্য শিখনফল, ছক ১ এ প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন এবং ছক ২ এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল, অধ্যায় ও পিরিয়ড সংখ্যা, অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো নির্দেশনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা। যেহেতু নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি সেহেতু এ দু'টি পর্যায়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ছক ১এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলের বিভাজনের প্রয়োজন হয় নি।

৪.৩.৩ প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক কমিটি দিনব্যাপী নির্ধারিত সংখ্যক সভায় মিলিত হয়ে নির্ধারিত ছকে শিক্ষাক্রমের খসড়া প্রণয়ন করে। এরপর একই ধরনের বিষয়গুচ্ছের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ ও শিক্ষাক্রম পরামর্শকের যৌথ সভায় খসড়া শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। বিষয় কমিটি সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে।

৪.৩.৪ একই ধরনের বিষয়সমূহ নিয়ে চারটি দল গঠন করে প্রতিটি দলের আবাসিক কর্মশালা কুমিল্লা বার্ডে (BARD) অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ভেটিং কমিটি ও সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে।

৪.৩.৫ পরবর্তীতে সকল শিক্ষাক্রমের জন্য সাধারণ অংশ তৈরি করা হয়। এ অংশটি পূর্বে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়।

৪.৩.৬ এরপর প্রণীত শিক্ষাক্রম বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিষয়-শিক্ষকগণ দলগতভাবে স্ব স্ব বিষয়ের শিক্ষাক্রম নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। কর্মশালার এ সুপারিশের আলোকে বিষয় কমিটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সার্বিক রূপদান করেন।

৪.৩.৭ সার্বিক শিক্ষাক্রমটি টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরিমার্জনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর শিক্ষাক্রমটি **'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২'** হিসাবে গৃহীত হয়।

৪.৪ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম

পর্যায়	কার্যক্রম	উন্নয়ন/প্রণয়নকারীবৃন্দ
১. অবস্থার বিশ্লেষণ	১.১ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা	১.১ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	১.২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১০ পরিচালনা	১.২ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	১.৩ জাতীয় শিক্ষাক্রম ১৯৯৫-৯৬ বিশ্লেষণ	১.৩ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	১.৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা	১.৪ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক
	১.৫ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা	১.৫ এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক
২. শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন	২.১ শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা নির্ধারণ	২.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	২.২ শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তকারীদের অগ্রসরণ প্রবাহ চিত্র প্রণয়ন	২.২ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ
	২.৩ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন	২.৩.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শকের নির্দেশনায় এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ২.৩.২ দু'টি জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ
৩. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	৩.১. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান	৩.১. শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও টেকনিক্যাল কমিটি ৩.৩.১ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষক, এনসিটিবি ও এসইএসডিপির বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি, নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক
	৩.২. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	৩.৩.২ বিভাগীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিষয় শিক্ষক ও এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ৩.৩.৩ টেকনিক্যাল কমিটি
৪. শিক্ষাক্রমের সমন্বয় সাধন ও অনুমোদন	৪.১. শিক্ষাক্রমের সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য অংশ তৈরি ও সকল অংশের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ রূপদান এবং	৪.১.১ শিক্ষাক্রম পরামর্শক ও এসইএসডিপির শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ ৪.১.২ টেকনিক্যাল কমিটি ৪.১.৩ ভেটিং কমিটি ৪.১.৪ প্রফেশনাল কমিটি ৪.১.৫ এনসিটিবি
	৪.২. শিক্ষাক্রম অনুমোদন	৪.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি

৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য

৫.১ সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষাধারাসহ সকল ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।

৫.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার এডুকেশন সংযোজনের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় সংযোজন।

৫.৩ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য অধিকার, অটিজম ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংযোজন।

৫.৪ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয় সংযোজন।

৫.৫ যুগের চাহিদানুসারে সকল স্তরের প্রচলিত বিষয়াদির বিষয়বস্তু আধুনিকায়ন এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে (ক) হিউম্যান রাইটস এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ (খ) পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (গ) হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এবং (ঘ) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি নতুন বিষয়াদি সংযোজন।

৫.৬ ধর্ম শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.৭ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান। দেশাত্মবোধ বিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস।

৫.৮ বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ।

৫.৯ মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে ব্যবহারিক চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন।

৫.১০ শিখন-কৌশল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করা অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক, চিন্তা উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ প্রদান।

৫.১১ যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস। অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্ব, সূত্র ও নীতি শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক করার সুযোগ প্রদান।

৫.১২ হাতে কলমে করে শেখা ও দলগত আলোচনা করে শেখার উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৩ শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।

৫.১৪ শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৫ অধ্যায় থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংযোজন।

৫.১৬ শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান।

৫.১৭ বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস।

৫.১৮ প্রতি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায়ভিত্তিক পিরিয়ড নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি।

৫.১৯ জাতীয় দিবসসমূহে স্কুল খোলা রেখে দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৫.২০ ধারাবাহিক মূল্যায়নের (গঠনকালীন মূল্যায়ন) মাধ্যমে শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণ।

৫.২১ প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের সুযোগ বন্ধ করা।

৫.২২ সামষ্টিক মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার।

৬. শিক্ষাক্রমের রূপরেখা

৬.১ ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জন সম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

ক. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

খ. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।

গ. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।

ঘ. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিকচর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

ঙ. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।

চ. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

ছ. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।

জ. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।

ঝ. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।

ঞ. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।

ট. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

ঠ. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

ড. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

ড. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।

ণ. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।

ত. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।

থ. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।

দ. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

৬.২ বিষয় কাঠামো:

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

	সকল ধারার আবশ্যিক বিষয় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারা)	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
১.	বাংলা	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
২.	ইংরেজি	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
৩.	গণিত	১০০	৪	৭০	১৪০
৪.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৩	১০৬
৫.	বিজ্ঞান	১০০	৪	৭০	১৪০
৬.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**৬৫০**	**২৩**	**৪০২**	**৮০৪**
	সাধারণ শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়				
৭.	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১০০	৩	৫৩	১০৬
৮.	শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫০	২	৩৫	৭০
৯.	কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা	৫০	২	৩৫	৭০
১০.	চারু ও কারুকলা	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**২৫০**	**৯**	**১৫৮**	**৩১৬**
	সাধারণ ধারার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)				
১১.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষি শিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/আরবি/সংস্কৃত/ পালি/ সংগীত/নৃত্য/নাট্যকলা	১০০	২	৩৫	৭০
	সর্বমোট	**১০০০**	**৩৪**	**৫৯৫**	**১১৯০**

দ্রষ্টব্য:

- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০মিনিট।
- শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪পিরিয়ড।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (assembly) এর মেয়াদ ১৫মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড পর মধ্যাহ্ন বিরতি ৪৫মিনিট।
- দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতি ২৫মিনিট।

৬.৩ সাধারণ শিক্ষা ধারার নবম-দশম শ্রেণির বিষয়-কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১. বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২. ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩. গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৪
	৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬. ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭. শারীরিক শিক্ষা , স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	মোট	**৮০০**	**২১**	**৩৩৬**	**৬৭২**
শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. পদার্থবিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. রসায়ন	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১.বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৪৮	৯৬
বিজ্ঞান শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২. জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা /সংগীত/বেসিক ট্রেড/ শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২. ভূগোল ও পরিবেশ/ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/চারু ও কারুকলা/ সংগীত/বেসিক ট্রেড	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৭. বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেয়া যাবে)	১২. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা/চারু ও কারুকলা /কৃষিশিক্ষা /গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/ আরবি/সংস্কৃত/ পালি/ সংগীত/বেসিক ট্রেড /শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**

দ্রষ্টব্য:

- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে যেকোন একটি শাখা নির্বাচন করে নির্বাচিত শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিতে হবে।
- সপ্তাহে ৬দিন দৈনিক ৬পিরিয়ড ক্লাস হবে।
- পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ও অন্যান্য বিষয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অনুরূপ হবে।

* **শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শাখা ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।**

৭. বার্ষিক কর্মদিবস ও ছুটির তালিকা

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যালয় বন্ধ দিবস	শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ দিবস উদযাপন	সাময়িক ফাইনাল পরীক্ষা	বার্ষিক শ্রেণি কার্যক্রম দিবস
১.	শুক্রবার	৫২			
২.	পবিত্র রমজান, শবে কদর, ঈদ-উল-ফিতর	১৫			
৩.	গ্রীষ্মকালীন ছুটি / বার্ষিক ছুটি-১	১২			
৪.	শীতকালীন ছুটি / বার্ষিক ছুটি -২	১০			
৫.	পবিত্র ঈদ-উল আযহা	৬			
৬.	দুর্গাপূজা	৪			
৭.	বাংলা নববর্ষ	১			
৮.	মে দিবস	১			
৯.	আশুরা	১			
১০.	ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:)	১			
১১.	আখেরি চাহার সোম্বা	১			
১২.	ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম	১			
১৩.	পবিত্র শব-ই-মিরাজ	১			
১৪.	পবিত্র শব-ই-বরাত	১			
১৫.	জন্মাষ্টমী	১			
১৬.	শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা	১			
১৭.	দোলযাত্রা	১			
১৮.	শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা	১			
১৯.	শ্রী শ্রী কালী পূজা	১			
২০.	যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন)	১			
২১.	বুদ্ধ পূর্ণিমা	১			
২২.	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা			১২	
২৩.	দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা			১২	
২৪.	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য সংরক্ষিত ছুটি	৪			
২৫.	বিশেষ দিবস উদযাপন (ক্লাস বন্ধ কিন্তু বিদ্যালয় খোলা)		৫		
	মোট	**১১৮ (৩২.৪%)**	**৫ (১.৪%)**	**২৪ (৬.৪%)**	**২১৮ (৫৯.৮%)**

দ্রষ্টব্য:

- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবসে স্কুল খোলা থাকবে, শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে দিবস উদযাপন করা হবে।
- বিদ্যালয় ক্লাস কার্যক্রম চলবে ২২০ দিন অর্থাৎ ৬০% বাৎসরিক দিবস উদযাপন ও সাময়িক পরীক্ষা ২৪ দিন মিলে মোট কর্মদিবস ২৪৭ দিন অর্থাৎ শতকরা ৬৭ দিন।
- প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান শিক্ষার্থী থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর জন্য সংরক্ষিত ছুটি থেকে মাঘী পূর্ণিমা বা ইস্টার সানডে উপলক্ষে এক দিন ছুটি দিতে পারেন।

৮. শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন প্রধানত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে শ্রেণিশিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ও যথোপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক কঠিন ও জটিল কাজ যা করার জন্য অনেক শ্রম ও সময় প্রয়োজন তা যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সহজে ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কম পরিশ্রমে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন।

৮.১ শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার বিষয়ে কয়েকটি কথা

৮.১.১ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয়তার দু'টি ক্ষেত্র- মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। মানসিক সক্রিয়তা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া উদ্দীপ্ত করা। এমন সমস্যা, প্রশ্ন বা কাজ দেওয়া যার সমাধান চিন্তা করে বের করতে হয়। দৈহিক সক্রিয়তা হলো হাতে-কলমে কাজ করে শেখা। শিক্ষা লাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে ও সহজে শিখন সম্ভব।

৮.১.২ মানুষ এক ধরনের কাজে দীর্ঘ সময়ে মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপ্তি বয়স্কদের চেয়ে কম। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপ্তি ৮ থেকে ১০ মিনিট, তাও আবার নির্ভর করে কাজটি কতটা আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। অতএব শ্রেণি কার্যক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। আলোচনা, দলগত কাজ, গল্প, লেখা, আঁকা, বিতর্ক, অভিনয়, হাতে-কলমে কাজ, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ইত্যাদি পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব।

৮.১.৩ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র (every individual is a unique)। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা বেশি বিবেচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ সহজ হয়।

৮.১.৪ শিক্ষাকে বলা হয় 'ব্লক প্রক্রিয়া'। ব্লকের উপর ব্লক স্থাপন করে বিরাট ইমারত তৈরি করা হয়। একইভাবে জানা অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনে সহজে সহায়তা দেওয়া যায়। তাই শিক্ষার্থীর জীবন থেকে উপমা, উদাহরণ দিয়ে এবং পূর্ব লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হলে শিক্ষা লাভ সহজ হয়।

৮.১.৫ শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা বুঝে শিখবে। কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। না বুঝে মুখস্থ করা যথার্থ শিক্ষা নয়। এতে শিখনের সঞ্চালন হয় না। বুঝে শিখলে বা কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তি ও পদ্ধতি বুঝে প্রয়োগ করলে অনুরূপ সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারে। তাই মুখস্থের চেয়ে বুঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৮.১.৬ শিক্ষা লাভে যথাযথ শিক্ষোপকরণের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব বিষয়েই কম-বেশি শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের সুযোগ আছে। শিক্ষোপকরণের সাহায্যে জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে সহজ ও মূর্ত করে উপস্থাপন করে বিষয়টিকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। একটি ছোট গাছ শ্রেণিতে প্রদর্শন করে গাছের বিভিন্ন অংশ বা মাল্টিমিডিয়ায় সূর্যগ্রহণ দেখালে যত সহজে সঠিক ধারণা লাভ সম্ভব অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের অভিনয় বা চার্ট ব্যবহার করা যায়।

৮.১.৭ শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের ব্যবস্থা। নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বারবার অনুশীলন করা হলে একদিকে যেমন শিখন স্থায়ী হয়, অন্যদিকে শিখন সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮.১.৮ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এমন হবে যেন শিক্ষার্থী শুধু লেখাপড়া বিষয়ক সমস্যা নয়, তার যে কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক সমস্যা বিনা সংকোচে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দিবেন এবং সাধ্যমত সহায়তা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে কোনো দেয়াল থাকবে না। সম্পর্ক হবে স্নেহ-শ্রদ্ধার এবং খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক।

৮.১.৯ শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তাঁর সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্য সম্পন্ন। সবার শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে সবাই শেখে। কোন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব থাকলে ঐ শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উচ্চ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন শিক্ষার্থীকে কখনও 'মাথায় গোবর', 'তোকে দিয়ে কিছুই হবে না', 'গাধা', 'অপদার্থ' ইত্যাদি কোন ধরনের নেতিবাচক বা নিরুৎসাহমূলক কথা বলা যাবে না। বেত ব্যবহার বা কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান শিক্ষা লাভের অন্তরায় এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উৎসাহ প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে যায়।

৯. শিখন মতবাদ

৯.১ শিক্ষা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখন মতবাদ। দীর্ঘদিন ধরে থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (Trail and Error Theory of Thorndike); পেভলভের উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়াভিত্তিক সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (Conditioned Reflex Theory of Pavlov); কোহেলার ও কাফকারের সমগ্রতাবাদ (Gestalt Theory) শিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে আসছে। বয়সভেদে শিশুদের অবধারণ ক্ষমতা ভিন্ন এ বিষয়ে Theory of Cognitive Development of Piaget শিক্ষাবিজ্ঞানে সবিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এ মতবাদে অবধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে ১ থেকে ১৬ বছর বয়সের শিশু জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হচ্ছে (ক) ০-২ বছর সংবেদন সঞ্চালনের স্তর (খ) ২-৭ বছর প্রাক-কার্যকর স্তর (গ) ৭-১১ বছর বাস্তব কার্যকর স্তর এবং (ঘ) ১১-১৬ বছর আনুষ্ঠানিক কার্যকর স্তর। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিশুর অবধারণ ক্ষমতা বা সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন বয়সের শিশু কতটুকু ধারণ করতে পারে বা কোন বয়সে কী কী ধরনের বিমূর্ত ধারণা লাভ করতে সক্ষম সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। শিখনের উল্লিখিত প্রত্যেকটি মতবাদ মূলত আচরণবাদ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচ্য শিখন মতবাদটি ধারণা গঠন সম্পর্কিত যা গঠনবাদ নামে পরিচিত।

৯.২ গঠনবাদ (Constructivist Theory)

শিক্ষার্থী কিভাবে শেখে এ সম্পর্কে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত সর্বাধুনিক তত্ত্ব হচ্ছে গঠনবাদ। ল্যাটিন শব্দ Constrvere থেকে Construct শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ বিন্যাস করা বা গঠন দেওয়া। তাই এ তত্ত্বের মূলকথা হলো ধারণা গঠনই শিখন। প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তথ্য দ্বারা আমাদের চিন্তনের মধ্যে যে নিয়মিত গঠন এবং পরিবর্তন হচ্ছে তার মাধ্যমেই শিখন প্রক্রিয়া ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিকতা অনুধ্যান করে নিজের মতো এককভাবে নতুন জ্ঞান ও ধারণা গঠন করে। ব্যক্তি নতুন কিছুর সম্মুখীন হলে সে এটাকে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে গ্রহণ করে। এভাবেই ব্যক্তি নতুন ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করে। যাচাইয়ে নতুন বিষয়কে অবান্তর মনে হলে এটাকে সে বাতিল করে দেয়। শিখনের ক্ষেত্রে Jerome Bruner পরিবেশ ও ভাষা বিকাশের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা বেশি এবং জ্ঞানবিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশু জ্ঞানের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিভিন্নভাবে দেয়। এটা নির্ভর করে শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর।

David Jonassen মনে করেন গঠনবাদে শিক্ষকের ভূমিকা হবে নতুন ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। শুধু তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা নয়। শিক্ষক সমস্যা-সমাধান বা অনুসন্ধানের নির্দেশনা দিবেন, শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই অনুমিত ধারণা তৈরি ও পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দলগত শিখন পরিবেশে অন্যদেরকে তা জানাতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা উদঘাটন করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। Jonassen আরও মনে করেন যে, শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করে এবং তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি কৌশলের যথার্থতা যাচাই করে নিজেরাই ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়, কিভাবে শিখতে হয় (How to learn) তা তারা আয়ত্ত করে ফেলে। এভাবে তারা জীবন-ব্যাপী শিক্ষার্থীতে (Life-long learners) পরিণত হয়।

গঠনবাদভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের বিন্যাস হবে শঙ্খিল (spiral)। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী অর্জিত ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন ধারণা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে।

David Jonassen এর মতানুসারে গঠনবাদী শ্রেণিকক্ষে শিখন হবে-

- **গঠিত (Constructed):** শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ব জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতার সাথে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে অনুধ্যানের মাধ্যমে নিজের মাঝে নতুন ধারণা গঠন করবে।

- **সক্রিয় (Active) :** শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা সৃষ্টি করবে। শিক্ষক তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা করতে, উপকরণাদি ব্যবহার করতে, প্রশ্ন করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে সুযোগ করে দিবেন। শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা দিবেন।

- **অনুধ্যানমূলক (Reflective):** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজ নিজ শিখন প্রক্রিয়ার উপর প্রশ্ন করার এবং অনুধ্যান করার সুযোগ তৈরি করবেন। এ কাজ শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা দলগতভাবে করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সব কাজ দিবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজের পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন করতে পারে।

- **সহযোগিতামূলক (Collaborative):** গঠনবাদী শ্রেণি কার্যক্রম হবে সহযোগিতামূলক। শিক্ষার্থীরা দলের প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকে শিখবে এবং একে অন্যকে শিখতে সহযোগিতা করবে। যখন শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে শিখন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও অনুধ্যান করে তখন তারা একে অন্য থেকে ফলপ্রসূটি গ্রহণ করার সুযোগ পায়।

- **অনুসন্ধান বা সমস্যাভিত্তিক (Inquiry or Problem-Based):** গঠনবাদের মূলকথা হচ্ছে সমস্যার সমাধান। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশ্ন করে, কোন কিছুর সন্ধান করে এবং সমাধান বা উত্তর পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে।

- **বিকাশমান (Evolving):** শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যালোচনা ও অনুধ্যানের মাধ্যমে পূর্বে অর্জিত কোন জ্ঞানকে অসত্য ও অসম্পূর্ণ মনে করতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিতে পূর্বলব্ধ সিদ্ধান্ত পুনসংস্কার করবে।

৯.৩ গঠনবাদের সাথে সমগ্রতাবাদের (Gestalt Theory) বেশ মিল আছে। Gestalt জার্মান শব্দ যার অর্থ Structure বা গঠন। শিখন প্রক্রিয়ায় ধারণা গঠন পৃথক পৃথক উপাদানের উপর নয়, সামগ্রিকভাবে উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করে। গঠনবাদেরও মূল কথা ধারণা গঠন যা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ ধারণা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। সমগ্রতাবাদ অনুযায়ী চোখ, কান, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা আমরা যে তথ্যগুলো পাই সেগুলোকে আমরা মনে মনে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেই, আর গঠনবাদের মতে আমরা এসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যগুলো দিয়ে প্রত্যেক স্বতন্ত্র একটি মানসিক চিত্র তৈরির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। এভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা একটির উপর একটি সাজিয়ে শিখন সম্পন্ন করি।

১০. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কতিপয় পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষার্থীর শিখন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পদ্ধতি ও কৌশলের উপর। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও প্রবণতা এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক হলে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে। এখানে কয়েকটি পদ্ধতি ও কৌশলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

১০.১ প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method)

প্রশ্ন-উত্তর একটি বহুল প্রচলিত ও কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রেখে শিখনে সহযোগিতা করা যায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। শেখার জন্য প্রশ্ন, শিখনফল অর্জন পরিমাপের জন্য প্রশ্ন, কোন বিশেষ কর্মের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন, ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ধরন রয়েছে। যেমন:

১০.২ প্রশ্ন করার রীতি

- সমস্ত শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করা। প্রথমে কোন শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট করে তাকে প্রশ্ন করা হলে শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় থাকে, অমনোযোগী হতে পারে। সবাইকে সক্রিয় রাখার জন্য সমস্ত শ্রেণিকে প্রশ্ন করতে হয়।
- চিন্তা করে উত্তর ঠিক করার জন্য কিছুটা সময় দেওয়া।
- উত্তর দানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পারগ শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে। সবার একসাথে উত্তর দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করাতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে বলা। একই শিক্ষার্থীকে বার বার উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে পর্যায়ক্রমে সবাইকে সুযোগ দেওয়া। প্রয়োজনে উত্তর দানে ইঙ্গিত (ক্লু) দিয়ে সহায়তা করা। উত্তর সঠিক না হলে অন্য শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলা।
- সঠিক উত্তর পুনরাবৃত্তি করা।
- এরপর পূর্বে হাত উঠায়নি এমন অপারগ শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা।
- প্রয়োজনে অনুসন্ধানী প্রশ্ন (probing question) করা। একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে যে প্রশ্ন জাগে তাকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন বলা হয়।

১০.৩ প্রশ্নের ধরন

- প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ ও শ্রেণি উপযোগী।
- প্রশ্ন হবে শিক্ষার্থীর চিন্তা উদ্দীপক ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী। 'কেন', 'কিভাবে', 'কারণ কী', 'ব্যাখ্যা কর', 'বিশ্লেষণ কর', 'তুলনা কর' ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করা হলে চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।
- যেসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' এমন প্রশ্ন না করাই ভাল। স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন যেমন 'কী', 'কে', 'কোথায়', 'কয়টি' বা 'কাকে বলে' ইত্যাদি প্রশ্ন যতটা সম্ভব পরিহার করা।
- পর্যায়ক্রমে এমনভাবে প্রশ্ন করা যেন প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে আলোচনা করা।
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (probing question) অর্থাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন করে বিষয়ের পূর্ণতা আনা প্রয়োজন। যেমন-

মূল প্রশ্নঃ স্কুলে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত?

উত্তর : সাধারণ সময়ে ৮৫%, বিশেষ সময়ে ৫০%

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নঃ বিশেষ সময়ে কম কেন?

উত্তর : ধান রোপণ ও ধান কাটার মৌসুমে ছেলেমেয়েদের অনেকে কৃষিকাজে অভিভাবককে সহায়তা করে তাই স্কুলে আসে না।

১০.৪ শিক্ষকের করণীয়

- সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান
- ভুল উত্তরের জন্য নির্দেশনা ও শিখতে অনুপ্রেরণা দেওয়া
- সঠিক উত্তরের প্রসঙ্গ টেনে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা
- শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে সুযোগ দেওয়া, উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

১১. দলগত সহযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি

দলগত সহযোগিতামূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষর্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

১১.১ দল গঠন

বিভিন্নভাবে দল গঠন করা যায়। সম-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, মিশ্র সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, বিষয়ভিত্তিক দল, অঞ্চলভিত্তিক দল ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সামর্থ্যে দলের সুবিধা অন্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি। প্রতি পাঠের জন্য বা প্রতি বিষয়ের জন্য নতুন করে দল গঠন করতে গেলে অনেক সময় লাগে। তাই শ্রেণিশিক্ষক (যিনি প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস নেন) দল গঠন করবেন। প্রয়োজনে এক মাস অন্তর অন্তর নতুন করে দল গঠন করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়ার পরিসর বৃদ্ধি পায়। একই শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক গঠিত দলগুলোকেই দলগত কাজে নিয়োজিত করবেন। প্রতিটি দলের আকার ৬ থেকে ৮ জন হলে ভাল, তবে ১০ জনের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক দলের একটি করে নাম থাকলে সুবিধা হয়। ফল, ফুল, পাখি, নদী বা রং এর নামে দলের নাম রাখা যায়।

১১.২ দলগত কাজের আসন বিন্যাস

দলগত কাজের আসন বিন্যাস এমন হবে যাতে দলের সকল শিক্ষার্থী মুখোমুখি বসতে পারে। শ্রেণিকক্ষের আকার বড় হলে এবং পর্যাপ্ত আসবাবপত্র থাকলে, প্রতি দল গোল টেবিলের চারপার্শ্বে বসবে। এরূপ আসবাবপত্র না থাকলে পাকা মেঝেতে মাদুরেও গোল হয়ে বসতে পারে। নতুবা প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা ঘুরে দ্বিতীয় বেঞ্চের মুখোমুখি বসবে, এভাবে তৃতীয় বেঞ্চ ঘুরে চতুর্থ বেঞ্চের মুখোমুখি। এক্ষেত্রে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদেরকে পর পর দু'বেঞ্চে বসতে হবে। শিক্ষক দলগত কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই দলবদ্ধভাবে বসে দলগত কাজ শুরু করতে হবে। আসবাবপত্র টানাটানি করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

১১.৩ দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া

- দলে ভাগ হওয়ার আগেই সমবেত ক্লাসে শিক্ষক স্পষ্ট করে দলগত কাজ বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক দলের একজনকে একটি কাজের জন্য দলনেতা মনোনয়ন দিবেন। পর্যায়ক্রমে দলের প্রত্যেককে দলনেতার দায়িত্ব দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বসবে। দলের প্রত্যেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে। তারপর আলোচনা শুরু করবে। একজন কথা বলার সময় অন্যরা মন দিয়ে শুনবে। কথার মাঝে কেউ কথা বলবে না। তবে আলোচনা অযথা দীর্ঘ বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হলে দলনেতা ভদ্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।
- দলের প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করবে।

- কারো কথা অপছন্দ হলে বা মনঃপুত না হলে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, পরে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে, রাগ করা বা অশোভন আচরণ করা যাবে না।
- জোর করে অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না।
- আলোচনার ফলাফল দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে লিখতে হবে এবং সবাইকে মেনে নিতে হবে।
- পরবর্তীতে সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশানুসারে ঐ আলোচনার দলনেতা দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। অন্য দলের প্রশ্ন থাকলে দলের পক্ষে যে কোন একজন উত্তর দিবে।
- দলগত কাজ চলার সময় কোন মতানৈক্য বা সমস্যা দেখা দিলে দলনেতা হাত তুলে শিক্ষকের নির্দেশনা চাইবে।

১১.৪ দলগত কাজের ধরন

দলগত কাজ প্রধানত অনুসন্ধানমূলক বা সমস্যাভিত্তিক হবে। দলগত কাজের বিষয় চিন্তা উদ্দীপক, সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী হবে। সাধারণ তত্ত্ব, তথ্য বা জ্ঞানমূলক জানার বিষয় দলগত আলোচনার বিষয় হয় না। তাতে অনুসন্ধান বা চিন্তা উদ্দীপক কিছু থাকে না।

১১.৫ দলগত কাজের কয়েকটি উদাহরণ

ক. বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ক্রমাগত বিলুপ্ত হওয়ার কারণ ও তাদের রক্ষার উপায় অনুসন্ধান।
খ. গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় নির্ধারণ।
গ. পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ।
ঘ. বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষায় সরকার, সমাজ ও অভিভাবকের করণীয় নির্ধারণ।
ঙ. একটি অনুচ্ছেদের সারমর্ম উদঘাটন।

১১.৬ দলগত কাজের বিষয় হিসাবে সঠিক নয়

ক. অনুপাতসহ বায়ুর উপাদানসমূহের নাম
খ. বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা
গ. সার্ক দেশসমূহের রাজধানী, জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়
ঘ. পরমাণুর গঠন বর্ণনা
ঙ. তথ্য অধিকার আইন বর্ণনা

১১.৭ দলগত কাজের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতার অবসান

শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারে না। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ দলগত কাজের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে একই শ্রেণির একজন শিখনফল অর্জনকারী চৌকস শিক্ষার্থীকে দলনেতা হিসাবে দলের অন্যদেরকে শিখন সহযোগিতা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক দলনেতাকে পূর্বেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেন। সমপর্যায়ের শিক্ষার্থী দ্বারা অন্য শিক্ষার্থীদেরকে শিখন সহযোগিতা দেওয়াকে 'Peer Learning' বলা হয়।

১১.৮ দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষকের করণীয়

দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। যেখানে যখন প্রয়োজন নির্দেশনা ও সহায়তা দিবেন। পরবর্তীতে দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় ভুল-ভ্রান্তি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে ধরিয়ে দিবেন।

১১.৯ প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

প্রদর্শন পদ্ধতির মূলকথা হলো কোন কিছু দেখিয়ে এটি সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা। কোন কিছু উপস্থাপনে শুধু বর্ণনা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা দেখানো হলে ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে পাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট বাস্তব বস্তু বা প্রত্যক্ষভাবে প্রক্রিয়া দেখিয়ে বর্ণনা, আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা হয়। যেমন- একটি জবা ফুলের অংশগুলো দেখিয়ে ফুলের অংশগুলোর সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়তা করা; শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে যন্ত্রপাতি সংযোজন করে দস্তার সাথে পাতলা সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করে দেখানো ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু বা ঘটনা সরাসরি দেখানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে অর্ধবাস্তবের সাহায্যে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শ্রেণিকক্ষে সিডি বা ডিভিডির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ায় পৃথিবী ও চাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণন দেখিয়ে গ্রহণ ঘটার বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। প্রজেক্টর বা মাল্টিমিডিয়া না থাকলে চার্টের মাধ্যমে দেখানো যায়। রোল-প্লে পদ্ধতিতেও শেখানো যায়। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে শিক্ষা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- ভূমিক্ষয়ের কারণগুলো প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। সম্ভব হলে ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে ও বর্ণনা করে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- কুমিল্লার কোটবাড়ি শালবন বিহারে পরিদর্শনে নিয়ে তৎকালীন বৌদ্ধসভ্যতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা।

প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। সহজে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। শিখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রদর্শন পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হবে যেন সব শিক্ষার্থী স্পষ্ট দেখতে পায়।

১২. অনুসন্ধানমূলক কাজের ধরন

অনুসন্ধানমূলক কাজ মূলত কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা দলগতভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কোন বিষয় বা ঘটনা বা সমস্যার কারণ, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি উদঘাটন করে। নথিপত্র পর্যালোচনা, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ নানাভাবে অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা যায়। উদাহরণ-

- যুবসমাজের আকাশ সংস্কৃতির প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল
- শিল্প অঞ্চলে বায়ু দূষণের কারণ ও ফলাফল
- খাদ্য উৎপাদনে অতিমাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

১২.১. অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়া

প্রত্যেকটি অনুসন্ধানের জন্য একটি বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে যাবতীয় কার্যক্রম প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। পর্যায়গুলো হচ্ছে-

ক. সমস্যা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ
খ. পরিকল্পনা প্রণয়ন
গ. তথ্য সংগ্রহ
ঘ. তথ্য বিশ্লেষণ
ঙ. প্রতিবেদন প্রণয়ন

সর্ব প্রথমে কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনটি কিভাবে কী দিয়ে কখন করতে হবে-এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রণয়ন করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষাথী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

১২.২. শিখন- শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনেক ধরনের। এর কয়েকটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষালাভে সহায়ক। সব পদ্ধতিরই কমবেশি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এমন কোন পদ্ধতি বা কৌশল নেই যেটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে উপযোগী বা সব ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী। শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা এবং শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্য। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে একটি পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে। পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক পরিস্থিতি অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের বিচক্ষণতা এবং বিষয়জ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। এজন্য বলা হয় শিক্ষকই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বহুবিধ। এখানে মাত্র কয়েকটি শিক্ষার্থীসক্রিয় পদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। তবে শিক্ষকের অধিক সংখ্যক পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি উপযোগিতা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষক যদি বুঝতে পারেন যে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিখনে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তখন তিনি পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন। তাই শিক্ষকদের বহু পদ্ধতির উপর দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

১৩. শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত পূর্ব নির্ধারিত শিখনফল শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা নিরূপণই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। যদিও মূল্যায়ন কথাটির বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করে থাকি। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রধানত দুই ধারার: (ক) গঠনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন। আমরা পাঠ চলাকালীন বা নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীর অর্জন মূল্যায়ন করে থাকি। এ মূল্যায়ন ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন। আবার আমরা নির্দিষ্ট সময় শেষে বা কার্যক্রম শেষে সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকি। এ ধরনের মূল্যায়ন হল সামষ্টিক মূল্যায়ন। ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় ধারার মূল্যায়নেরই প্রয়োজন আছে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ-

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিহ্নিত শিখন দুর্বলতা তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদানের দ্বারা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা, যেমন- শোনা, বলা, পড়া ইত্যাদি কম সময়ে, কম খরচে ও সহজে পরিমাপ করে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।

১৪. ধারাবাহিক মূল্যায়ন

বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নলিখিত দুইটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে।

১. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন
২. আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

১৪.১. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

- বিষয় শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২০%
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন :

ক্ষেত্র	নম্বর
(ক) শ্রেণির কাজ	১০
(খ) বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	০৫
(গ) শ্রেণি অভীক্ষা	০৫
মোট	২০

প্রতি বিষয় শিক্ষক কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০% নম্বরের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

১৪.১.১. শ্রেণির কাজ

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত। বিষয়ভেদে শ্রেণির কাজের ধরনে তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র), আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, চরিত্র-অভিনয়, ব্যবহারিক কাজ-এ ধরনের সব কিছুই শ্রেণির কাজ। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে তিনটি শ্রেণির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে (যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য, শারীরিক শিক্ষা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা ইত্যাদি) ঐসব বিষয়ে একটি ব্যবহারিক কাজ ও দু'টি শ্রেণির কাজের রেকর্ড রাখা হবে।
- বিষয় শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত মানদণ্ডভিত্তিক মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রতি দুই মাসে একবার করে প্রতি সাময়িকে (ছয় মাসে) ৩ বার মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

১৪.১.২. বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ । বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে শিক্ষার্থী একাই কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দিবেন। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন।
- লক্ষ রাখতে হবে বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করায় উৎসাহিত না করে। বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ যেন বাড়ির কাজে থাকে। বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে শিখন শেখানো কার্যক্রম কলামে প্রদত্ত বাড়ির কাজ নমুনা হিসাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- প্রতিটি বিষয়ের বাড়ির কাজগুলো এমন হবে যা শিক্ষার্থী ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষক প্রতি সাময়িকে শ্রেণিতে অনেকগুলো বাড়ির কাজ দিবেন। তবে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দু'টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের জন্য ৩টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দু'টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত বাড়ির কাজগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক যে কোন নম্বরের বাড়ির কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪.১.৩. অনুসন্ধানমূলক কাজ

অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং চিন্তন দক্ষতা যাচাই করা হবে। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষক বিষয়টি নির্ধারণ করে দেবেন।

নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহের পর্যবেক্ষণ টুলস /সিডিউল /প্রশ্নমালা প্রণয়ন শিক্ষক করে দিবেন। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার্থী নিজেরা সম্পন্ন করবে। তথ্য সংগ্রহ যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর পরিবার, প্রতিবেশী এবং নিকট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থী যেন বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। বিজ্ঞান বিষয়সমূহের জন্য তথ্যসংগ্রহ গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে হতে পারে। অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর সমগ্র প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দিবেন।

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষার্থী তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রণয়ন এবং ফলাফলের উপর মতামত দিবে। সমগ্র কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে সম্পন্ন কাজের বর্ণনা থাকবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা শিক্ষক দিবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন। নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। শিক্ষক যে কোন নম্বরের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪.১.৪. শ্রেণি অভীক্ষা

প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। তবে অধিক নম্বরপ্রাপ্ত অভীক্ষার নম্বর রেকর্ড রাখা হবে। শ্রেণি অভীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে দেখাবার পর ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে ঐসব বিষয়ে দু'টি ব্যবহারিক ও একটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। অন্যান্য বিষয়ে তিনটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড রাখা হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের মানদণ্ড শ্রেণিতে সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজের অনুরূপ হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময় নেওয়া হবে। বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে নেওয়া হবে। নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চলবে।

১৫. আবেগীয় : মূল্যবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষাথী শুধু মেধাবী হলেই হবে না তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। এগুলো হলো দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষা সফর ও পরিদর্শন, জাতীয় দিবস উদযাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউটস, গার্লসগাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও মূল্যবোধ সর্ম্পকে একটি নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে আসা যায়। শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে গুণাবলি ও মূল্যবোধ পরিমাপের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হল- **নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনা ও সময়ানুবর্তিতা**।

শ্রেণি শিক্ষক অন্যান্য বিষয় শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

১৬. সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্ষ ছয় মাসব্যাপী দু'টি সাময়িকে ভাগ করা হবে। প্রতি ছয় মাসে এক সাময়িক হিসাবে প্রতি শিক্ষা বছরে দু'টি সামায়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি সাময়িক পরীক্ষা শেষে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরকে একত্রিত করে দু'টি সাময়িকে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণি বা কার্যক্রমে উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে সংগঠিত হবে। শিক্ষা বর্ষের শুরুতে বিষয় শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে দু'টি সাময়িকের জন্য বণ্টন করবেন। বিদ্যালয়ের কার্যদিবসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অধ্যায়সমূহকে সাময়িকে বণ্টন করতে হবে। প্রথম সাময়িকে মূল্যায়নকৃত অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে অষ্টম ও দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষার (JSC, SSC) জন্য এই নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়। বিষয় শিক্ষক সে অনুসারে পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সাময়িক শেষে **অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা শিক্ষাক্রমে বিষয় এবং পত্রের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বরে হবে। শিক্ষাক্রম রূপরেখার বিষয়কাঠামোয় বিষয়ের পূর্ণনম্বর দেওয়া আছে।**

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের প্রশ্ন থাকবে। একটি হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অপরটি হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার চারস্তরের প্রশ্ন আনুপাতিকহারে থাকবে **(জ্ঞান স্তর ৪০%, অনুধাবন স্তর ৩০%, প্রয়োগ স্তর ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতা ১০%)**। সকল অধ্যায়কে পরীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে। প্রশ্নপ্রত্র প্রণয়নের পূর্বে নির্দেশক ছক তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকবে এবং উদ্দীপকের সাথে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন ৪টি দিয়ে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর **(জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা)** যাচাই করা হবে। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।	সভাপতি
২.	উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৩.	ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৮.	পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৯.	প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড , ঢাকা	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৩.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৪.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	সদস্য
১৫.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১৬.	অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৭.	অধ্যাপক শাহীন মাহ্‌বুবা কবীর, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১৮.	সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৯.	সদস্য (পাঠ্যপুস্তক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
২০.	প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সদস্য
২১.	উপ সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য

২. প্রফেশনাল কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ধানমন্ডি, ঢাকা।	সদস্য
৪.	পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান সম্পাদক, বৈশাখী টেলিভিশিন লিমিটেড, ঢাকা।	সদস্য
৮.	প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।	সদস্য
৯.	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ও সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃ বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
১২.	অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, পরিচালক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।	সদস্য
১৩.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, পরামর্শক, এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১৪.	অধ্যাপক কফিল উদ্দীন আহমেদ, পরামর্শক, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১৫.	প্রফেসর মুহাম্মদ আলী, প্রাক্তন সদস্য, শিক্ষাক্রম, এনসিটিবি,ঢাকা। (বাসা-'সপ্তক'- মেভিস ৮ম তলা (পশ্চিম), ৬/৯, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।	সদস্য
১৬.	ডীন, চারু ও কারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৭.	প্রফেসর সালমা আখতার, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৮.	অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা	সদস্য
১৯.	সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
২০.	প্রধান শিক্ষক, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য
২১.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া, বিতরণ নিয়ন্ত্রক, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৩. টেকনিক্যাল কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	প্রফেসর মোঃ আবদুল জব্বার প্রাক্তন পরিচালক, নায়েম, ঢাকা। (বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-১১, সেক্টর নং-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০)	আহবায়ক
২.	অধ্যাপক ড. আবু হামিদ লতিফ সুপার নিউমারি অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	প্রফেসর আবদুস সুবহান প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সি-৮, বাসা নং-৫২, রোড নং-৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।)	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. গোলাম রসুল মিয়া প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা (বাসা নং-৪৭, রোড নং-০২, সেক্টর-০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।)	সদস্য
৫.	ড. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান পরামর্শক এসইএসডিপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সদস্য
৬.	প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল কবির চৌধুরী ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৭.	ড. আব্দুল মালেক অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সদস্য
৯.	জনাব শাহীনারা বেগম বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মোখলেস উর রহমান বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ ফরহাদুল ইসলাম ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি, ঢাকা	সদস্য-সচিব

৪. ভেটিং কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	**বাংলা**	১. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, পরিচালক, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা
		২. প্রফেসর নূরজাহান বেগম, অধ্যক্ষ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা
২.	**ইংরেজি**	১. প্রফেসর আবদুস সুবহান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (সি-৮, বাসা নং-৫২, রোড নং-৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা)
		২. প্রফেসর মোঃ শামসুল হক, প্রাক্তন ডীন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (বাসা নং-২৫, এ্যাপার্টমেন্ট-বি-৫, রোড নং ৬৮এ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২)
৩.	**গণিত**	১. প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মতিন, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
		২. প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৪.	**বিজ্ঞান**	১. প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুর রহমান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
		২. জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, সহযোগী অধ্যাপক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৫.	**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**	১. প্রফেসর ড. হারুন উর রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
		২. ড. সৈয়দ হাফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
৬.	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি**	১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
		২. জনাব মোঃ সফিউল আলম খান, সহকারী অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৭.	**পরিবেশ পরিচিতি**	১. প্রফেসর ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
		২. প্রফেসর ড. মোঃ খবীরউদ্দীন, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

৫. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি

বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা		শ্রেণিঃ ষষ্ঠ- অষ্টম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	জনাব ফাদার আদম এস পেরেরা সি এস সি সহযোগী উপাধ্যক্ষ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	জনাব রেভা. জেমস টি হালদার জাতীয় সমন্বয়কারী, আইএসপি (বিজিইএ), ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব রবার্ট টমাস কস্তা সহকারী শিক্ষক, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব লিন্ডা মার্থা গমেজ সিনিয়র শিক্ষিকা, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব আইরিন ডি. ক্রুজ সিনিয়র শিক্ষিকা, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব ফেরিয়াল আজাদ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৭	জনাব শামীমা আখতার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা		শ্রেণিঃ নবম-দশম
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১	জনাব ফাদার আদম এস পেরেরা সি এস সি সহযোগী উপাধ্যক্ষ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।	**আহবায়ক**
২	জনাব রেভা. জেমস টি হালদার জাতীয় সমন্বয়কারী, আইএসপি (বিজিইএ), ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব রবার্ট টমাস কস্তা সহকারী শিক্ষক, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব আইরিন ডি. ক্রুজ সিনিয়র শিক্ষিকা, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব ফেরিয়াল আজাদ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব শামীমা আখতার কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এসইএসডিপি, এনসিটিবি, ঢাকা।	সমন্বয়কারী

৬. সার্বিক সমন্বয় কমিটি		
ক্রম	**নাম ও পদবি**	**কমিটিতে পদবি**
১.	জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও এসইএসডিপি ফোকাল পয়েন্ট কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিট জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সার্বিক সমন্বয়কারী
২.	জনাব মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া বিতরণ নিয়ন্ত্রক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।	সার্বিক সমন্বয়কারী

শিক্ষাক্রম

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণি

১. ভূমিকা

একুশ শতকের একজন খ্রিষ্টানুসারী শিক্ষার্থীর জন্য খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ ধর্মশিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যগত ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যথাযথ ধর্মশিক্ষা পেলে একজন শিক্ষার্থী আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। তার কাছে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়, সমাজের মূল্যবোধগুলো তখন তার কাছে আপন হয়ে উঠে, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শিল্পের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি খুঁজে পেয়ে সে অবাক হতে শেখে। এভাবে সে জীবনকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে গভীর চিন্তা ও অনুধ্যান করতে শেখে ও নীরব ধ্যানে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করতে শেখে।

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন নৈতিক মূল্যবোধের উপর দৃষ্টিপাত করানোর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশে সহায়তা করা হয়। জীবন পথে চলতে চলতে সে ভালো ও মন্দের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে শেখে, মন্দকে পরিহার করে ভালোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে সে নৈতিক চরিত্রবান ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক দিক দিয়েও বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। কারণ ধর্মশিক্ষা তার নিজকে নিয়ে ভাবতে শেখায়, সে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পায়, নিজেকে সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভাবতে শেখে, সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এভাবে শিক্ষার্থী সমাজের একজন সচেতন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করে। ধর্মশিক্ষা লাভ করে শিক্ষার্থী নিজ সমাজের বিভিন্ন বিশ্বাস, আশা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে শেখে ও সচেতন হয়। এভাবে সে নিজের ও বিশ্বের সকল মানুষের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শেখে, প্রয়োজনীয় দিকগুলোকে ধরে রাখতে ও অপ্রয়োজনীয় দিকগুলোকে বর্জন করতে শেখে।

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা শিক্ষার্থীকে যেসব ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় সেগুলো তার পছন্দ-অপছন্দগুলোকে প্রভাবিত করে। ধর্মশিক্ষার দ্বারা যথাযথ দিক নির্দেশনা পেয়ে কুফল আনয়নকারী দিকগুলোকে বর্জন করার মানসিক শক্তিও সে অর্জন করে। এভাবে ধর্মশিক্ষা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যগত দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে থাকে। খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী যেসব মূল্যবোধে বেড়ে উঠে সেগুলো তাকে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, রাষ্ট্রের আইনকানুনকে মেনে চলতে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে শেখায়, পরার্থপর সেবাকাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলে, ন্যায়বান ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ গড়তে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে শিক্ষার্থী সুনাগরিক হয়ে দেশের জন্য মানবসম্পদে পরিণত হয়।

২. উদ্দেশ্য

১. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে জাগ্রত হয়ে বিশ্বাসপূর্ণ জীবন যাপনে উদ্দীপিত হওয়া।

২. খ্রিষ্টীয় সত্যকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা ও মুক্ত মানুষ হওয়া।

৩. আধ্যাত্মিক গঠন লাভের মাধ্যমে সুন্দর জীবন গঠন করা ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া।

৪. প্রকৃত জীবনদায়ী পথ ও মৃত্যু আনয়নকারী পথের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও সঠিক পথকে বেছে নেওয়া।

৫. খ্রিষ্টীয় নৈতিক মূল্যবোধে উদ্দীপিত হওয়া ও সে অনুসারে ধর্ম-বর্ণ শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনে সক্ষম হওয়া।

৬. পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনাহ্বান ও ঈশ্বর কর্তৃক আহুত ব্যক্তিদের আনুগত্য পর্যালোচনা করে খাঁটি খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

৭. পরিত্রতা যীশুর জীবন ও কাজগুলো জানা ও তাঁর পরিত্রাণে বিশ্বাসী হওয়া।

৮. খ্রিষ্টীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিবেদন করা।

৩. প্রান্তিক শিখনফল

অষ্টম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরাঃ

১. ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হয়ে পবিত্র ও একতাপূর্ণ জীবন যাপন করবে।

২. সৃষ্টির উদ্দেশ্য, শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম এবং সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা করবে ও সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করবে।

৩. ঈশ্বর কর্তৃক মানুষ সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করবে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করবে।

৪. পতিত স্বর্গদূতের বর্ণনা দিবে, মানুষের পতন এবং পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের উপায় বর্ণনা করবে এবং মুক্তিদাতার দেখানো পথে চলবে।

৫. মুক্তিদাতা যীশুর জীবন ও কাজগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করবে ও যীশুর অনুসরণ করবে।

৬. পবিত্র বাইবেলের আলোকে ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়া, মারীয়া ও পিতরের সাড়াদান সম্পর্কে বর্ণনা করবে ও বিশ্বাসপূর্ণ জীবন যাপন করবে।

৭. খ্রিষ্টমণ্ডলী ও তার মিশনকর্মগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করবে এবং মণ্ডলীর সক্রিয় সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করবে।

৮. যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য ও এর কর্মী হওয়ার আহ্বান সম্পর্কে জানতে পারবে ও যীশুর আহ্বানে সাড়া দিবে।

৯. খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের শিক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসবে ও শ্রদ্ধা করবে এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

১০. বিভিন্ন সন্ন্যাসব্রতী ও সমাজসেবকদের জীবনী বর্ণনা করবে ও সমাজ সেবামূলক কাজে ব্রতী হবে।

৪. প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ২. ঈশ্বর কিভাবে পর্যায়ক্রমে নিজেকে প্রকাশ করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৩. মানুষের প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৪. সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. মা-বাবা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারবে ।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের কথা বর্ণনা করতে পারবে । ২. ঈশ্বরের পুত্র 'যীশু' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৩. ঈশ্বর-পুত্রের উপাধি 'খ্রিষ্ট'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৪. ঈশ্বর-পুত্রের উপাধি 'প্রভু'-র অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৫. ঈশ্বর-পুত্র যীশু প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব, তা বর্ণনা করতে পারবে । **আবেগীয়** ৬. যীশুকে নিজের প্রভু বলে গ্রহণ করবে ও প্রভুর পথে চলতে অনুপ্রাণিত হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. পঞ্চাশত্তমী দিনে প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পবিত্র আত্মার দান ও দানের ফলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. খাঁটি খ্রিষ্টীয় জীবন গঠনে পবিত্র আত্মার দানগুলোর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে পারবে।	১) ত্রিত্ব ঈশ্বর সম্পর্কিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হয়ে পবিত্র ও একতাপূর্ণ জীবন যাপন করবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৪. সৃষ্টির যত্ন ও দেখাশুনা করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের কথা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারবে। **মনোপেশিজ দক্ষতা** ৬. রোগীদের সেবা করতে পারবে। ৭. গাছ লাগাবে ও সেগুলোর যত্ন নিবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. 'প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম'—ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. সুন্দর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসামূলক প্রার্থনা করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. সৃষ্টিকর্মকে লালনপালন ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় বর্ণনা করতে পারবে । ২. সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন করার মাধ্যমে কিভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও যত্ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারবে । **আবেগীয়** ৪. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী হবে।	২. সৃষ্টির উদ্দেশ্য, শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম এবং সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা করবে ও সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. নারী ও পুরুষের নিজ নিজ মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করবে ও ভালোবাসবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. মানুষ দেহ ও আত্মাসম্পন্ন—এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে। ২. আত্মা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৩. মানুষের দেহটি আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. মানুষ পুরুষ ও নারী রূপে সৃষ্ট, তা বর্ণনা করতে পারবে । **আবেগীয়** ৫. দেহ-মন-আত্মা পবিত্র রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। ৬. নারী-পুরুষ সকলকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. মানুষ ঈশ্বরের সহকর্মী—এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে । ২. ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও সম্পর্কের ফল বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।	৩. ঈশ্বর কর্তৃক মানুষ সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করবে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পতিত স্বর্গদূতদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. শয়তানের প্রলোভনে কিভাবে মানুষের পতন ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. আদিপাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৪. পাপের প্রলোভন জয় করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। ৬. অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থেকে সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. পাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পাপের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সপ্তরিপু সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সপ্তরিপু দমনের মাধ্যমে ধূমপান ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্য সেবনের হাত থেকে দূরে থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৫. পাপের ফল বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে ও সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. পতনের ফলে মানুষের কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দিবে। ২. মানুষকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. জীবনের সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখবে।	৪. পতিত স্বর্গদূতের বর্ণনা দিবে, মানুষের পতন এবং পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারবে এবং মুক্তিদাতার দেখানো পথে চলবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ঈশ্বরপুত্রের মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. যীশুর শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারবে। ৪. যীশুর শৈশব জীবন কিভাবে মানুষকে সুন্দর জীবন গঠনের বিষয়ে শিক্ষা দেয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. নম্র ও বিনীত জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. যীশুর জীবনের প্রধান রহস্যগুলো ব্যাখ্যা করবে। ২. দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক যীশুর দীক্ষাস্নান বর্ণনা করতে পারবে। ৩. যীশুর দীক্ষাস্নানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবে। ৪. দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি কিভাবে উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠন ও সুন্দর সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. গালিলেয়ায় যীশুর বাণী প্রচারের কাজ শুরুর কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. যীশু যেরুসালেমে প্রবেশের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে । **আবেগীয়** ৭. শিষ্যদের মতো করে যীশুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাবগুলো বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ২. যীশুর প্রচারিত বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে ও যীশুর কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে পারবে।	৫. মুক্তিদাতা যীশু সম্পর্কে বর্ণনা করবে, তাঁর কাজের প্রভাব ব্যাখ্যা করবে ও তাঁকে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ৩. মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ইসাইয়া স্বর্গের যে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়ার শুচিকরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়াকে আহ্বান ও ইসাইয়ার সাড়াদানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষের শুচিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. ঈশ্বরের উপর ইসাইয়ার গভীর বিশ্বাস উপলব্ধি করে নিজে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ দানের কথা বর্ণনা করবে। ২. খ্রিষ্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর রহস্যে মারীয়ার স্থান নির্ণয় করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. যীশু কর্তৃক পিতরকে আহ্বান ও যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পিতরের উপর যীশুর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি হিসেবে পিতরের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৪. পিতরের পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়ার ঘটনার কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. পিতরের বেঁধে রাখার ও খুলে দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পিতরের মসীহ বলে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. যীশুর যোগ্য শিষ্য হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হবে।	৬. পবিত্র বাইবেলের আলোকে ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়া, মারীয়া ও পিতরের সাড়াদান সম্পর্কে বর্ণনা করবে ও বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাপন করবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. খ্রিষ্টমণ্ডলীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. খ্রিষ্টমণ্ডলী জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর মিশনকর্মগুলো ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাজ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলবে। ৫. সমাজে উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. "খ্রিষ্টমণ্ডলী বিশ্বজুড়ে 'এক' ও সর্বজনীন"–ব্যাখ্যা দিতে পারবে। ২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর পবিত্রতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার লক্ষ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ঐক্য, পবিত্রতা ও প্রৈরিতিক সেবাকাজের মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. খ্রিষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর বর্ণনা দিতে পারবে। ২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক হিসেবে খ্রিষ্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসেবে খ্রিষ্টভক্তদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. মণ্ডলীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবে।	৭) খ্রিষ্টমণ্ডলী ও তার মিশনকর্মগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করবে এবং মণ্ডলীর সক্রিয় সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাইবেলে বর্ণিত যীশুর আশ্চর্য (অলৌকিক) কাজের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. নায়িন নগরে মৃত যুবককে জীবন দানের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৩. যীশুর ঐশ্বরিক শক্তির উপর বিশ্বাসী হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. যীশুর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. অপদূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৩. যীশুর উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে ও মন্দতার প্রভাব থেকে দূরে থাকবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ঐশরাজ্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. যীশুর রূপক কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মথি অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আশ্চর্য কাজগুলোর মাধ্যমে ঐশ রাজ্যের কর্মী হওয়ার জন্য যীশু লোকদের আহ্বান করেন, এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ঐশরাজ্য বিস্তারে যীশুর ডাকে সাড়া দিবে।	৮) যীশুর আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য ও এর কর্মী হওয়ার আহ্বানের কথা বর্ণনা করবে ও যীশুর আহ্বানে সাড়া দিবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	প্রান্তিক শিখনফল
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সত্যবাদিতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ২. সত্যবাদী হওয়ার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. শৃঙ্খলা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা বলতে করতে পারবে। ৫. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠন করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৬. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রে সেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের সেবা করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. চিন্তায়, কথায় ও কাজে সত্যবাদী হবে। ১১. সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। ১২. গরিব দুঃখী ও অসহায়দের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ক্ষমা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ক্ষমা করার সুফলগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ক্ষমা না করার ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সহনশীলতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সামাজিক জীবনে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সহনশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৭. দেশপ্রেমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. দেশপ্রেশ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৯. অন্তরে দেশপ্রেম রোপণ করার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. ক্ষমাশীল ও সহনশীল মানুষ হিসেবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. ন্যায্যতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ন্যায্যতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি আনয়নে ন্যায্যতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. পবিত্র বাইবেলে আত্মসংযম বিষয়ক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. নিজ জীবনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মসংযমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. আত্মসংযমী হওয়ার মাধ্যমে এইচআইভি থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৯. আত্মসংযমী হবে এবং পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবে।	৯. খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের শিক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করবে এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশবকাল বর্ণনা করবে। ২. খ্রিষ্টসংগীতে প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মানব সেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. প্রিয়নাথ বৈরাগীর জীবনী পাঠ করে মানব কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হবে।	বুদ্ধিবৃত্তীয় **১.** ফাদার ইয়াং এর শৈশব ও শিক্ষা জীবন বর্ণনা করতে পারবে। **২.** সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **৩.** দারিদ্র্য দূরীকরণে ফাদার ইয়াং এর অবদান বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের অবস্থা উন্নয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।	**বুদ্ধিবৃত্তীয়** ১. আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে। ২. শিক্ষা বিস্তার ও যুব গঠনে তাঁর অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ঐশ আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী হবে।	১০) বিভিন্ন সন্ন্যাসব্রতী ও সমাজসেবকদের জীবনী বর্ণনা করবে ও সমাজ সেবামূলক কাজে ব্রতী হবে।

৫. অধ্যায় বিন্যাস ও সময় বণ্টন

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য মোট দশটি করে অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি শ্রেণিতে বিষয়বস্তু এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যেন এই তিনটি শ্রেণিতে অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক শিখনফলগুলো অর্জিত হয়। অধ্যায়গুলো প্রতি শ্রেণিতে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত হলো:

অধ্যায়	শ্রেণি					
	ষষ্ঠ		সপ্তম		অষ্টম	
	শিরোনাম	পিরিয়ড	শিরোনাম	পিরিয়ড	শিরোনাম	পিরিয়ড
প্রথম অধ্যায়	ঈশ্বরকে জানা	১২	ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট	১১	পবিত্র আত্মা	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য	১১	ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম	১২	ঈশ্বরের সৃষ্টির লালন	১০
তৃতীয় অধ্যায়	মানুষ সৃষ্টি	১০	দেহ ও আত্মসম্পন্ন মানুষ	৯	ঈশ্বর ও মানুষ	১০
চতুর্থ অধ্যায়	স্বর্গদূত ও মানুষের পতন: পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি	১২	পাপ	১০	পতনের ফল	১০
পঞ্চম অধ্যায়	যীশুর জন্ম ও শৈশব	১০	মুক্তিদাতা যীশু	১২	যীশুর বাণীপ্রচারের মূলভাব	১৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়ার সাড়াদান	১০	ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান	১২	ঈশ্বরের আহ্বানে পিতরের সাড়াদান	১০
সপ্তম অধ্যায়	খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম ও মিশনকর্ম	১১	খ্রিষ্টমণ্ডলী এক, পবিত্র ও প্রৈরিতিক	১০	খ্রিষ্টমণ্ডলী	১০
অষ্টম অধ্যায়	প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ	৯	যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য	১১	যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্যে আহ্বান	৯
নবম অধ্যায়	সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা	১৫	ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম	১২	ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম	১৪
দশম অধ্যায়	প্রিয়নাথ বৈরাগী	৬	ফাদার ইয়াং	৭	আর্চবিশপ গাঙ্গুলী	৮

৬. শিক্ষাক্রম ছক

ষষ্ঠ শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: ঈশ্বরকে জানা (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ২. ঈশ্বর কিভাবে পর্যায়ক্রমে নিজেকে প্রকাশ করেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানুষের প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. মা-বাবা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারবে।	• ঈশ্বরকে জানার উপায় • পর্যায়ক্রমে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ (আদিতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন) • মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা (নোয়ার সঙ্গে সন্ধি; ঈশ্বর আব্রাহামকে মনোনয়ন করেন; ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েল জাতিকে গঠন করেন)	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "সর্বশক্তিমান, কর শক্তি দান" এই গানটি বা অনুরূপ অন্য একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঈশ্বর সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তক ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ঈশ্বরকে জানার উপায়সমূহ সহজসরলভাবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা। • শিক্ষার্থীদেরকে খাতা-কলমসহ শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখতে বলা কোন্ কোন্ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের প্রকাশকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। এরপর এসব সৃষ্টির একটা তালিকা প্রস্তুত করতে বলা। • ঈশ্বর কিভাবে পর্যায়ক্রমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তা একটি পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করা। • ঈশ্বর আব্রাহামকে নিজের বাড়িঘর ও বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে তিনি যেদিকে চেয়েছেন সেদিকে যেতে বললেন ও কী প্রতিশ্রুতি দিলেন তা উপস্থাপন করা। • নোয়ার জাহাজের একটি ছবি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের দেখানো যে নোয়াকে ঈশ্বর কী করতে বলেছেন। • ঈশ্বর বর্তমান যুগে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন সেবিষয়ে একটি দলীয় কাজ দেওয়া যায়। দলীয় কাজের সময় প্রত্যেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি-না তা লক্ষ রাখতে হবে ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। • **বাড়ির কাজ:** মা-বাবা, ভাইবোন ও বাড়ির অন্যদের মধ্য দিয়ে কী কী ভালোবাসা শিক্ষার্থী পায় তার একটা তালিকা তৈরি করার জন্য বাড়ির কাজ দেওয়া। বাড়ির কাজ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করার পর মা-বাবার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কিভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ পায় তা তাদের কাছে কতখানি স্পষ্ট হয়েছে তা আলোচনা করা।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে ঈশ্বরকে জানার বিষয়টি কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • আশেপাশের সকলের সাথে শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে । ৩. সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সৃষ্টির যত্ন ও দেখাশুনা করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বের কথা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারবে। **মনোপেশিজ দক্ষতা** ৬. রোগীদের সেবা করবে; ৭. গাছ লাগাবে ও সেগুলোর যত্ন নিবে।	• সৃষ্টির উদ্দেশ্য-- ঈশ্বরের গৌরবের জন্য • শূন্যতা থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি • সৃষ্টজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা • সৃষ্টি যত্ন ও ভালোবাসা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "আকাশে চন্দ্র-তারা, বন-গিরি, নদী-ধারা" গানটি বা অনুরূপ মূলভাবের একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • ঈশ্বরের সব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করা, তা আকর্ষণীয় উদাহরণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। • ঈশ্বর শূন্যতা থেকে যে সৃষ্টি করেছেন তা বাইবেল থেকে কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। • বিভিন্ন সৃষ্টজীব কিভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তা পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে দেওয়া। পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়গুলো বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। • কিভাবে সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়া যায় তা বুঝিয়ে দেওয়া। • কিভাবে সৃষ্টির যত্ন নেওয়া যায় সেবিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • ঈশ্বরের বিভিন্ন সৃষ্টি সংবলিত একটি দৃশ্য অঙ্কন করতে দেওয়া। • সম্ভব হলে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন স্লাইড সংগ্রহ করে প্রদর্শন করা। • সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে এসে ঈশ্বরের বিভিন্ন সৃষ্টির নাম বলতে দেওয়া। • রোগীদের সেবা করার জন্য নিকটবর্তী কোন বৃদ্ধাশ্রম বা সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া যায়। • বাগানে বা বারান্দার টবে গাছ লাগিয়ে সেগুলোর যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। • **বাড়ির কাজ:** গাছপালা থেকে কী কী উপকার পাওয়া যায় এবং গাছপালার প্রতি তার করণীয়সমূহের একটা তালিকা প্রস্তুত করে আনার জন্য একটি বাড়ির কাজ দেওয়া।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • সৃষ্টির প্রতি শিক্ষার্থীর ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়ার আগ্রহ আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

তৃতীয় অধ্যায়: মানুষ সৃষ্টি (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করার অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. নারী ও পুরুষের নিজ নিজ মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করবে ও ভালোবাসবে।	• ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি (এর মাধ্যমে মানুষকে ঈশ্বর মর্যাদা দিয়েছেন।) • ঈশ্বর নারী ও পুরুষ করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন • নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও ভালোবাসা • মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা।	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "সকল ধন্যবাদ মহিমা গৌরব তোমার" এই গানটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রতিমূর্তি ও নিজের প্রতিমূর্তি–এই কথাগুলো ব্যাখ্যা করার পর ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টির অর্থ আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা। • নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে অন্যকে মর্যাদা দেওয়ার অর্থ ফুটিয়ে তোলা এবং কিভাবে ঈশ্বর নিজের প্রতিমূতিতে মানুষ সৃষ্টি করে মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন তা হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করা। • পুরুষ ও নারী কিভাবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন কাজ অধিকতর সফল করে তুলতে পারে তা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। এর পর ঈশ্বরের নারী ও পুরুষ করে মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করে ঈশ্বর কর্তৃক স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বাধীনতার ফলে মানুষ নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে কিন্তু পাশাপাশি অন্যের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করতে হয়--এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। • মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলার কারণ বা কী কী গুণ আছে বলে তাক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা যায় তা দলে আলোচনা করতে দেওয়া ও দল থেকে একজনকে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • শিক্ষকদের এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষার্থী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ পরিচালনা দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • শিক্ষার্থীর মধ্যে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহসুলভ মনোভাব আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায়: স্বর্গদূত ও মানুষের পতন: পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পতিত স্বর্গদূতদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. শয়তানের প্রলোভনে কিভাবে মানুষের পতন ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. আদিপাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পাপের প্রলোভন জয় করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। ৬. অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থেকে সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।	• বিদ্রোহী স্বর্গদূতদের পতন (স্বর্গদূতেরা পাপ করেছিল; তারা স্বাধীন ইচ্ছাবলে পাপ করেছিল; দিয়াবল আদি থেকেই পাপ করে আসছে; সে পাপের জনক, তার নাম শয়তান বা দিয়াবল; যীশুকেও সে দায়িত্ব থেকে সরে যাবার প্রলোভন দিয়েছিল) • মানুষের পতন; • আদিপাপ (মানুষ ঈশ্বরের মতো হতে চাইলো) • সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা • পাপের প্রলোভন জয় করা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "সাজিয়ে দাও, আমায় সাজিয়ে দাও" এই গানটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে স্বর্গদূত ও মানুষের পতন সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করা। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে স্বর্গদূত কারা, তাদের পতনের কারণ কী, পাপের শাস্তি কী হয়েছিল, স্বর্গদূতেরাই যে শয়তানে পরিণত হয়েছে- এ বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা। • অহংকার কিভাবে পতনের কারণ হয় এ সম্পর্কিত একটা গল্প শোনানো এবং লুসিফের ও তার সঙ্গীরা কীভাবে অহংকারের ফলে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা। • শয়তান কী প্রলোভন দিয়ে মানুষের পতন ঘটিয়েছিল তা শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। • মানুষের পাপের পরিণাম কী হয়েছিল তা গল্পের আকারে বুঝিয়ে দেওয়া। এর পর ছোট ছোট প্রশ্ন করে তারা বুঝতে পারলো কি না তা জেনে নেওয়া। • আদি পাপ কী, কিভাবে তা সকল মানুষের আত্মায় প্রবেশ করেছে এবং তা মোচনের উপায় কী ইত্যাদি বিষয় সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া। • দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে পাপের প্রলোভন জয় করা যায় তা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। • শয়তান কর্তৃক মানুষের প্রলোভন প্রদানের একটি সংগৃহীত ছবি সকলকে দেখানো। • কিভাবে পাপকর্ম থেকে দূরে থাকা যায় সে বিষয়ের উপর একটি শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া। • সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও অসৎ সঙ্গের অপকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। • **বাড়ির কাজ:** নিজের বা অন্যের পাপের প্রলোভন জয় করার কোন অভিজ্ঞতা থাকলে তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বর্গদূত ও মানুষের পতন সম্পর্কিত জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • সৎসঙ্গ রাখা, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, ঝগড়াবিবাদ না করা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

পঞ্চম অধ্যায়: মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম ও শৈশব (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ঈশ্বরপুত্রের মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. যীশুর শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারবে। ৪. যীশুর শৈশব জীবন কিভাবে মানুষকে সুন্দর জীবন গঠনের বিষয়ে শিক্ষা দেয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. নম্র ও বিনীত জীবনযাপন করতে পারবে।	• পৃথিবীতে যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য (ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন। পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন এবং পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন) • যীশুর জন্ম • যীশুর শৈশবকাল	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে বড়দিনের একটি সুন্দর গান বা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে পৃথিবীতে যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। • যীশুর জন্মের ছবি সংগ্রহ করে এনে শ্রেণিতে প্রদর্শন করা। • যীশুর জন্মের একটি নতুন গান শেখানো। • সম্ভব হলে যীশুর জন্ম বিষয়ক একটি চলচ্চিত্র দেখানো। • বড়দিনের সময় কী কী আনন্দ হয় তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে দেওয়া ও কয়েকজনকে সকলের সাথে সহযোগিতা করতে দেওয়া। • বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ও নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শৈশবে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা এবং যীশুর শৈশব কালে পিতামাতার বাধ্য হয়ে চলার অর্থ ব্যাখ্যা করা। • মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়ে শিক্ষার্থীরা কিভাবে জ্ঞানে, বয়সে ও মানুষের ভালোবাসায় বেড়ে উঠছে তা দলে আলোচনা করতে ও পরে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** কেন মা-বাবার বাধ্য হয়ে থাকা দরকার ও কিভাবে থাকা যায় তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলা। • **অনুসন্ধানমূলক কাজ:** বড়দিনে যীশুকে গ্রহণ করার জন্য খ্রিষ্টভক্তগণ কিভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে ও আনন্দ কিভাবে অন্যদের সাথে সহভাগিতা করে তার একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আনা। শিক্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়ে দিবেন।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে যীশুর জন্ম সম্পর্কিত জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • মুক্তিদাতা যীশুর জন্মের ঘটনায় শিক্ষার্থী আনন্দ উপলব্ধি করে কি-না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থীদের মধ্যে মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ঈশ্বরের আহ্বানে ইসাইয়ার সাড়াদান (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ইসাইয়া স্বর্গের যে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়ার শুচিকরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. ঈশ্বর কর্তৃক ইসাইয়াকে আহ্বান ও ইসাইয়ার সাড়াদানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষের শুচিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. ঈশ্বরের উপর ইসাইয়ার গভীর বিশ্বাস উপলব্ধি করে নিজে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হবে।	• আহ্বান কী • ইসাইয়ার সামনে স্বর্গের দৃশ্য • ঈশ্বর ইসাইয়াকে শুচি করেন • ইসাইয়ার প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান ও ইসাইয়ার সাড়াদান • ইসাইয়াকে বিশেষ কাজে প্রেরণ	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "প্রভু যদি ডাকো মোরে, পণ করেছি ফিরব না" এটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জীবনাহ্বান ও ইসাইয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • আহ্বানের অর্থ বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। • স্বর্গের দৃশ্যটি সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া। • প্রাপ্ত ধারণা থেকে শিক্ষার্থীদেরকে স্বর্গের একটি চিত্র অঙ্কন করতে দেওয়া। • ইসাইয়াকে শুচি করানোর জন্য কেন আগুন ব্যবহার করা হলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। • কী কাজের জন্য ইসাইয়াকে আহ্বান করা হলো তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া। • ইসাইয়া কী কথা বলে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিলেন তা সহজসরল ভাবে উপস্থাপন করা। • ইসাইয়াকে কিভাবে শুচি করা হলো তা ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কন করে দেখাবেন বা সংগৃহীত ছবি প্রদর্শন করা। • ঈশ্বরের দর্শন পাওয়ার জন্য কিভাবে শুচিতা অর্জন করা যায়, জোড়ায় জোড়ায় তার সম্ভাব্য একটা তালিকা তৈরি করতে দেওয়া। • শিশুমঙ্গল, সেবকদল, ওয়াইসিএস, এসসিএম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। • শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা। • **বাড়ির কাজ:** বর্তমান কালে ঈশ্বর কিভাবে মানুষকে আহ্বান করেন তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের আহ্বানে ইসায়ার সাড়াদান সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা। • শিক্ষার্থী শিক্ষকদের ও অন্যান্য গুরুজনদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে কিনা, সেবার মনোভাব আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • শিশুমঙ্গল, সেবকদল, ওয়াইসিএস, এসসিএম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেবার মানসিকতা আছে কি-না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • বিশ্বাসপূর্ণভাবে ও আগ্রহ সহকারে শিক্ষার্থী প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

সপ্তম অধ্যায়: খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম ও মিশনকর্ম (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. খ্রিষ্টমণ্ডলীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. খ্রিষ্টমণ্ডলী জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর মিশনকর্মগুলো ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাজ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলবে। ৫. সমাজে উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হবে।	• খ্রিষ্টমণ্ডলী কী • খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম • খ্রিষ্টমণ্ডলীর মিশনকর্ম • খ্রিষ্টমণ্ডলীতে জনগণের অংশগ্রহণ	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "তুমিই প্রভু দ্রাক্ষালতা, আমি তোমার শাখা" বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খ্রিষ্টমণ্ডলী ও মিশনকর্ম সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকলেও দেহ একটাই অথবা একটা গাছের কাণ্ড, অনেক ডালপালা, লতাপাতা থাকলেও একটি গাছ মাত্র কিংবা মা, বাবা ও সন্তান নিয়ে একটি মাত্র পরিবার হয়--এরূপ বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে মণ্ডলী কী তা বুঝিয়ে দেওয়া। • পবিত্র আত্মার অবতরণের সংগৃহীত একটি ছবি শ্রেণিতে প্রদর্শন করে মণ্ডলীর জন্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত তথ্য সহজসরলভাবে ব্যাখ্যা করে খ্রিষ্টমণ্ডলীর জন্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা। • মিশনকর্ম অর্থ কী এবং যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে বা মিশনকর্ম দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কী বলা হয় তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা। • মণ্ডলী কী কী মিশনকর্মে ব্যাপৃত আছে দলীয় কাজের মাধ্যমে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে দেওয়া। • জনগণ কী কী ভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে দলে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে ও সকলের সামনে তা উপস্থাপন করতে দেওয়া। • নিকটস্থ সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়ে সেবাকাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যাওয়া। • **বাড়ির কাজ:** খ্রিষ্টমণ্ডলীর যে-কোন একজন মিশনকর্মীর অবদান লিখে আনতে বলা।	• খ্রিষ্টমণ্ডলী ও মিশনকর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে কতখানি অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে কিনা এবং সমাজের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পৃক্ত হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

অষ্টম অধ্যায়: প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাইবেলে বর্ণিত যীশুর আশ্চর্য (অলৌকিক) কাজের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. নায়িন নগরে মৃত যুবককে জীবন দানের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৩. যীশুর ঐশ্বরিক শক্তির উপর বিশ্বাসী হবে।	• যীশুর আশ্চর্য কাজ • আশ্চর্য কাজের বৈশিষ্ট্য • মৃত যুবককে জীবন দান	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা করি" এটি বা এই মূলভাবের অন্য একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত যীশুর আশ্চর্য কাজ, এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং নাইন নগরের মৃত যুবকের জীবন দান সম্পর্কিত তথ্যগুলো বিশ্বাসপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করা। • নায়িন নগরের মৃত যুবকটিকে জীবন দান বিষয়ক আশ্চর্য কাজটিকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে দেওয়া। • গরিব-দুঃখী, অনাথ, বিধবা ইত্যাদি অসহায় মানুষদের কিভাবে সেবা করা যায় দলে তার একটা তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** বর্তমান জগতে যীশুর কোন আশ্চর্য কাজ দেখা যায় কিনা এবং দেখা গেলে কোথায় দেখা যায় তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলা (উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থনার মাধ্যমে অনেক দুরারোগ্য রোগী সুস্থ হয়ে যায়)।	• শিক্ষার্থীদের কাছে প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান কতখানি অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • ভক্তিসহকারে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থী প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে কিনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থীদের প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

নবম অধ্যায়: সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সত্যবাদিতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ২. সত্যবাদী হওয়ার দশটি উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. শৃঙ্খলা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. শৃঙ্খলাপুর্ণ জীবন গঠন করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৬. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সেবা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রে সেবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের সেবা করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. চিন্তায়, কথায় ও কাজে সত্যবাদী হবে। ১১. সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্থ হবে। ১২. গরিব-দুঃখী ও অসহায়দের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলবে।	• গুণ কী • মানবিক ও খ্রিষ্টীয় গুণাবলি • সত্যবাদিতা • শৃঙ্খলা • সেবা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "তোমায় ভালবেসেছি, প্রভু, তোমায় জীবন দিয়েছি" এটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গুণ, মানবিক ও খ্রিষ্টীয় গুণ, সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা, সেবা ইত্যাদি সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিষ্কার ও সাবলীলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা। • বছরে একাধিকবার নিকটবর্তী এতিমখানা বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতার জন্য শিক্ষাভ্রমণে নিয়ে যাওয়া ও হাতে-কলমে সেবায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। • দলের মধ্যে সত্যবাদী হওয়ার উপকারিতাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে দেওয়া। • নিজ জীবনে কোন ব্যক্তিকে সেবা করার অভিজ্ঞতা দলে অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কেন শৃঙ্খলা মেনে চলা প্রয়োজন তা জোড়ায় জোড়ায় বসে আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করতে ও পরে তা সকলের সাথে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • শৃঙ্খলা মেনে না চললে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কী ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হয় দলে বসে তার একটা তালিকা তৈরি করতে দেওয়া এবং এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী করা যেতে পারে তা লিখতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** সত্যবাদিতা সম্পর্কে যে-কোন একটি ঘটনা সংগ্রহ করে লিখে নিয়ে আসতে বলা ও শ্রেণিকক্ষে তা উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **অনুসন্ধানমূলক কাজ:** কী কী গুণ থাকলে একজন মানুষকে ভাল মানুষ বলা যায় তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা। একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কিভাবে শৃঙ্খলা গুণটি জন্ম নিতে ও বৃদ্ধিলাভ করতে পারে তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। শিক্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতির দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা ও সেবা সম্পর্কে জানার লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • সেবামূলক কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে কি-না পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থী সত্যবাদী ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করা।

দশম অধ্যায়: প্রিয়নাথ বৈরাগী (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশবকাল বর্ণনা করতে পারবে। ২. খ্রিষ্টসংগীতে প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মানব সেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. প্রিয়নাথ বৈরাগীর জীবনী পাঠ করে মানব কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হবে।	• প্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম ও শৈশব • প্রিয়নাথ বৈরাগীর সংগীতমালা • মানব সেবায় প্রিয়নাথ বৈরাগীর অবদান	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "মনের আনন্দে আজ ডাকি তোমারে" বা প্রিয়নাথ বৈরাগীর অন্য একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • মানব সেবায় অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের নাম ও কাজের কথা সকলের সাথে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত প্রিয়নাথ বৈরাগীর জন্ম, শৈশব, সংগীতমালা ও মানবসেবায় অবদান সম্পর্কিত তথ্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। • উপাসনায় ধর্মীয় সংগীত কী কী অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি জাগায় তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তালিকাবদ্ধ করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** শিক্ষার্থীর কাছে প্রিয়নাথ বৈরাগীর যে দু'টি গান সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেগুলো সংগ্রহ করে আনা। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নিবেন শিক্ষার্থী বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয়নাথ বৈরাগী সম্পর্কে জানার লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • মণ্ডলীক কাজে শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাশ্রম দান করে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

৭. শিক্ষাক্রম ছক

সপ্তম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের কথা বর্ণনা করতে পারবে। ২. ঈশ্বরের পুত্র 'যীশু' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বর-পুত্রের উপাধি 'খ্রিষ্ট'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ঈশ্বর-পুত্রের উপাধি 'প্রভু'-র অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ঈশ্বর-পুত্র প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব, তা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. যীশুকে নিজের প্রভু বলে গ্রহণ করবে ও প্রভুর পথে চলতে অনুপ্রাণিত হবে।	• 'যীশু' নামের অর্থ • 'খ্রিষ্ট' নামের অর্থ • খ্রিষ্টই 'প্রভু' • খ্রিষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "জয় জয় পিতা, জয় জয় পুত্র, জয় জয় আত্মা, জয় জয় রে" এই ভজনটি বা ত্রিত্ব বিষয়ক একটি গান বা ভজন অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা; • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ত্রিত্ব সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করা; • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, খ্রিষ্ট, প্রভু এবং তাঁর ঐশ ও মানব স্বভাবের বিষয়গুলো সহজসরলভাবে উপস্থাপন করা; • শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ নামের অর্থ জিজ্ঞেস করা। উদাহরণস্বরূপ, দীপ্তি নামের অর্থ আলো। এরপর যীশু ও খ্রিষ্ট নামের অর্থ উপস্থাপন করা; • ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সৃষ্টিগুলোর পিছনে যিনি রয়েছেন তাঁর সম্পর্কে সচেতনতা আনয়নের জন্য 'প্রভু'-র বিষয়টি উপস্থাপন করা (প্রভু হচ্ছেন অধিপতি।) • যীশু কেন মানুষের প্রভু তা বুঝাবার জন্য বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যে তিনি জীবনদাতা, তিনিই পালন ও রক্ষাকর্তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উপর তাঁর আধিপত্য আছে, এমনকি মৃত্যুর উপরও। যীশু আমাদের পাপের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি স্বর্গের এবং মর্ত্যেরও প্রভু। • প্রথমে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব বুঝিয়ে দেওয়া। যেমন- মানুষ হিসেবে আমাদের দেহ, মন ও আত্মা আছে। কিন্তু ঈশ্বরের শুধু আত্মা আছে। আমরা অন্যান্য জীবজন্তু থেকেও আলাদা। আমরা যেভাবে চিন্তা, অনুভব ও কাজ করি তা ঈশ্বরের মতো নয়। অন্যান্য জীবজন্তু এভাবে চিন্তা, অনুভব ও কাজ করে না। এই বিশেষত্বটিই আমাদের মানব স্বভাব। এরপর বুঝিয়ে দেবেন যে যীশুর একই সাথে দু'টো প্রকৃতি ছিল-মানবীয় প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক প্রকৃতি। • **বাড়ির কাজ:** লুক লিখিত মঙ্গলসমাচারের প্রথম অধ্যায় পাঠ করতে দেওয়া এবং এই অধ্যায়ের কোন্ কোন্ পদে 'প্রভু' কথাটি লেখা আছে তা বের করে আনা। • **বাড়ির কাজ:** সবাইকে নিজ নিজ নামের অর্থ খুঁজে বের করতে ও সেই অর্থ তার জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা লিখে আনতে বলা।	• ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কতখানি অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যীশুকে নিজের প্রভু বলে গ্রহণ করেছে কিনা এবং যীশুর পথে সঠিকভাবে চলে কিনা (উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থনা, ধর্মীয় গান, ধর্মক্লাস ইত্যাদিতে অংশগ্রহণে আধ্যাত্মিক ভাব আছে কিনা) তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • যীশুর দুই স্বভাব-ঐশ ও মানব-এর উপর শিক্ষার্থী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. 'প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম'-ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. সুন্দর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসামুলক প্রার্থনা করতে পারবে।	• পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য • সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ • প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "পরম করুণাময়, আশীর্বাদ কর আমাদের" এটি বা অনুরূপ একটি সৃষ্টির গান অথবা সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসামূলক একটি প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া, যেমন- আমরা যা-কিছু দেখি তা কে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি। • পাঠ্যপুস্তক ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ, প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম, মানুষের হাতে দেওয়া সৃষ্টির দেখাশুনার কাজ ইত্যাদি বিষয়বস্তুগুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা। • কী কী বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন একটা কিছুকে উত্তম বলা যায় তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লিখতে দেওয়া ও তা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। এই পর্ব শেষ হলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মগুলোর উত্তমতোর বিষয়টি তুলে ধরা। • সৃষ্ট মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা কী কী কারণে উত্তম তা জোড়ায় জোড়ায় লিখতে দেওয়া ও কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • পাঁচটি সৃষ্টজীব ও বস্তুর নাম দেওয়া এবং এগুলো কিভাবে মানুষ দেখাশুনা করতে পারে তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে লিখতে বলা ও সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • একটি প্রশংসামূলক প্রার্থনা লিখতে বলা এবং একে একে প্রার্থনা বলতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** পাঁচটি সৃষ্টবস্তু বা জীবের নাম লিখে নিয়ে আসতে বলা যেগুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।	• ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম-এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কতখানি অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে বিশ্বাসপূর্ণ অন্তর দিয়ে উত্তম বলে গ্রহণ করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থী সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসামূলক প্রার্থনার স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

তৃতীয় অধ্যায়: দেহ ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. দেহ ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. আত্মা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানুষের দেহটি আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. মানুষ পুরুষ ও নারী রূপে সৃষ্ট, তা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. দেহ-মন-আত্মা পবিত্র রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। ৬. নারী-পুরুষ সকলকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে পারবে।	• মানুষ দেহ ও আত্মাসম্পন্ন • আত্মা • মানব দেহ আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত • মানুষ পুরুষ ও নারী রূপে সৃষ্ট	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "তোমার সকল দানের জন্য হে প্রভু ধন্যবাদ" এটি বা এরূপ একটি গান দিয়ে বা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা দিয়ে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দেহ ও আত্মাবিশিষ্ট মানুষ সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তক ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে মানুষের দেহ ও আত্মা, মানব দেহ আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত, মানুষ পুরুষ ও নারী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করা। • মানুষের দেহ ও আত্মা পরস্পর সংযুক্ত থাকলে কী হয় ও বিচ্ছিন্ন হলে কী এবং কেন হয় তা দলে আলোচনা করতে ও পরে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • নারী ও পুরুষের কেন পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা দরকার জোড়ায় জোড়ায় তার পাঁচটি কারণ বের করতে দেওয়া ও পরে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** আত্মা দেখা যায় না তবুও তার অস্তিত্ব আছে, তার অন্তত একটি উদাহরণ বাড়ি থেকে প্রস্তুত করে আনা।	• দেহ ও আত্মা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হয়েছে প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে মানুষের তা যাচাই করা। • শিক্ষার্থীরা নিজেদের দেহ-মন-আত্মা পবিত্র রাখার জন্য আশানুরূপ পরিমাণে চেষ্টা করে কিনা তা পর্যবক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থীরা নারী এবং পুরুষ উভয়কেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেহ ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে অধিকতর পরিমাণে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায়: পাপ (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পাপের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সপ্তরিপু সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সপ্তরিপু দমনের মাধ্যমে ধূমপান ও সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনের হাত থেকে দূরে থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৫. পাপের ফল বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে ও সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।	• পাপ • পাপের প্রকারভেদ (মারাত্মক ও লঘু পাপ, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপ) • সপ্তরিপু (অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ, কামুকতা, পেটুকতা, আলস্য- এগুলো মুখ্য পাপ কারণ এগুলো অন্যান্য আরও পাপ বা কুপ্রবৃত্তির জন্ম দেয়) • পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায়	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "বিশ্বপাপ কর মার্জনা" বা অনুরূপ ক্ষমার একটি গান অথবা একটি ক্ষমার প্রার্থনা করিয়ে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাপ সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে পাপ, পাপের প্রকারভেদ, সপ্তরিপু, পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে উদাহরণসহ বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করা। • পাপের গুরুত্ব কিভাবে কম ও বেশি হতে পারে তা দলের মধ্যে আলোচনা করে উদাহরণসহ লিখতে দেওয়া ও সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, ক্রোধ, কামুকতা, পেটুকতা, আলস্য থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ দলে খুঁজে বের করতে দেওয়া ও সকলের সামনে তা উপস্থাপন করতে দেওয়া। • পাপের ফল সম্পর্কে বর্ণনা করা। • প্রতিটি রিপু থেকে মুক্ত থাকার উপায় জোড়ায় জোড়ায় লিখতে ও কয়েকজনকে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং পাপমুক্ত বা পবিত্র জীবনযাপন করার পাঁচটি উপায়ের তালিকা তৈরি করে আনতে দেওয়া। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া শিক্ষার্থী পাপ সম্পর্কিত বিষয়টি কতখানি বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছে।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাপ সম্পর্কিত জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা। • শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রিপুগুলো দমন করতে এবং সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • পাপ সম্পর্কিত গভীরতর জ্ঞান লাভ করে পাপের পথ থেকে দূরে থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

পঞ্চম অধ্যায়: মুক্তিদাতা যীশুর জীবন ও কাজ (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. যীশুর জীবনের প্রধান রহস্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক যীশুর দীক্ষাস্নান বর্ণনা করতে পারবে। ৩. যীশুর দীক্ষাস্নানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি কিভাবে উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠন ও সুন্দর সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. গালিলেয়ায় যীশুর বাণী প্রচারের কাজ শুরুর কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৬. যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৭. শিষ্যদের মতো করে যীশুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হবে।	• যীশুর জীবনের প্রধান রহস্যগুলো (দেহধারণ, নিস্তার রহস্য, মহিমালাভ) • যীশুর দীক্ষাস্নান • বাণীপ্রচার যাত্রার শুরু • যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশ	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "এই প্রাণে এই গানে এই ক্ষণে যীশু ছাড়া আর কিছু নাই" এটি বা অনুরূপ একটি গান বা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা দিয়ে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুক্তিদাতা যীশু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যীশুর দেহধারণ, নিস্তার রহস্য, মহিমালাভ, দীক্ষাস্নান, বাণীপ্রচার, যেরুসালেমে যাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে উদাহরণসহ বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করা। • যীশুর দীক্ষাস্নানের ঘটনাটি অভিনয় করতে দেওয়া। • যীশু কোন্ স্থানে বাণীপ্রচার কাজ শুরু করেছেন, কোন্ কোন্ স্থানে বাণী প্রচার করেছেন ও কোন্ স্থান থেকে স্বর্গে আরোহন করেছেন তা জোড়ায় জোড়ায় মানচিত্র থেকে বের করতে দেওয়া। • শিক্ষার্থীরা কিভাবে যীশুর পথ অনুসরণ করছে তার অভিজ্ঞতা দলে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • যেরুসালেমে যাওয়ার সময় কী কী দিয়ে লোকেরা যীশুকে বরণ করে নিয়েছিল তা দলের অন্যদের সাথে সহভাগিতা করতে ও পরে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** যীশুর যেরুসালেমে যাত্রার ঘটনাটি পাঠ করে যীশুর সাথে আর কারা উপস্থিত আছে তা বাড়ি থেকে তালিকাবদ্ধ করে আনতে দেওয়া। • **অনুসন্ধানমূলক কাজ:** তপস্যাকালে কী কী ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে খ্রিষ্টভক্তরা ইস্টার বা পাস্কাপর্বের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ইস্টারের আনন্দ কিভাবে মানুষের সাথে সহভাগিতা করে তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।	• প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যীশুর দেহধারণ, নিস্তার রহস্য, যীশুর মহিমালাভ, দীক্ষাস্নান, বাণীপ্রচার, যেরুসালেমে যাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা যাচাই করা। • শিক্ষার্থীদের মধ্যে যীশুর দেহধারণ, নিস্তার রহস্য, যীশুর মহিমালাভ, দীক্ষাস্নান, বাণীপ্রচার, যেরুসালেমে যাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকতর জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ দানের কথা বর্ণনা করতে পারবে। ২. খ্রিষ্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর রহস্যে মারীয়ার স্থান নির্ণয় করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে।	• মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ দান • খ্রিষ্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক • ক্রুশের তলায় মারীয়া • মণ্ডলী ও মারীয়া	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "আমার এ প্রাণ পরম প্রভুর মহিমা গায়" বা মা মারীয়ার অনুরূপ একটি গান দিয়ে অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা দিয়ে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মারীয়া সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের কাছে সংবাদ দান, খ্রিষ্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্যতা এবং মণ্ডলী ও মারীয়ার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপন করা। • মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের সংবাদ দানের বিষয়টি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে দেওয়া। • একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রস্তুত করে তার উত্তর লিখতে দেওয়া। • মা কিভাবে তার সন্তানকে ভালোবাসেন তা জোড়ায় জোড়ায় লিখতে দেওয়া। • ক্রুশে যন্ত্রণাকাতর যীশুর সামনে ব্যথিত মারীয়ার একটি চিত্র অঙ্কন করতে দেওয়া। • ক্রুশবিদ্ধ যীশুর অনুভূতি নিয়ে "মা, ওই দেখ তোমার ছেলে" এবং "ওই দেখ তোমার মা"-এই উক্তিগুলো একে একে ভক্তিপূর্ণভাবে উচ্চারণ করতে দিবেন। • **বাড়ির কাজ:** (ক) মায়ের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্কের বিষয়টি লিখে নিয়ে আসতে বলা এবং সেগুলো একে একে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে দেওয়া। বাড়ির কাজ উপস্থাপন করার পর মায়ের কোলে শিশু যীশুর ছবি দেখানোর মাধ্যমে মারীয়ার সঙ্গে যীশুর সম্পর্ক তুলে ধরা। • **বাড়ির কাজ:** (খ) ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কেন চলা উচিত লিখে আনতে দেওয়া।	• ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী তার জীবনে মারীয়ার ন্যায় বিশ্বাসপূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলতে সহজ বোধ করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • শিক্ষার্থী ভক্তি সহকারে মুক্তির ইতিহাসে মারীয়ার ভূমিকার বিষয়টি উপলব্ধি করে কিনা এবং মারীয়ার প্রতি যথাযথ ভক্তি প্রদর্শন করে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

সপ্তম অধ্যায়: খ্রিষ্টমণ্ডলী এক, পবিত্র ও প্রৈরিতিক (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. খ্রিষ্টমণ্ডলী বিশ্বজুড়ে 'এক' ও সর্বজনীন-এবিষয়ে ব্যাখ্যা দিবে। ২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর পবিত্রতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রৈরিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার লক্ষ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. ঐক্য, পবিত্রতা ও প্রৈরিতিক সেবাকাজের মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবে।	• খ্রিষ্টমণ্ডলী এক • খ্রিষ্টমণ্ডলী সর্বজনীন • খ্রিষ্টমণ্ডলী পবিত্র • খ্রিষ্টমণ্ডলী প্রৈরিতিক	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "স্বর্গীয় নাগরিত্বে তীর্থযাত্রীর মতো" এটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত খ্রিষ্টমণ্ডলী এক, সর্বজনীন, পবিত্র ও প্রৈরিতিক-এ বিষয়গুলো নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা। • খ্রিষ্টমণ্ডলী বলতে কে কী বুঝে তা জোড়ায় জোড়ায় লিখতে দেওয়া ও কয়েকজনকে সকলের সাথে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • কোন একটি দলের সকল সদস্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলার জন্য কী কী প্রয়োজন তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লিখতে ও উপস্থাপন করতে দেওয়া। • মণ্ডলীতে ঐক্য থাকার প্রয়োজনীয়তা কেন তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লিখতে ও সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • পবিত্র থাকার অর্থ এবং কিভাবে পবিত্র থাকা যায় তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে দেওয়া ও কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • নিকটবর্তী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া ও সেখানে হাতে-কলমে সেবাকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** নিজ পরিবার, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজে শিক্ষার্থী কী কী প্রৈরিতিক (মিশন) কর্ম করতে পারে তা লিখে আনতে বলা। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া শিক্ষার্থী মণ্ডলী সম্পর্কিত বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• খ্রিষ্টমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থীর মধ্যে সকলের সাথে ঐক্য বজায় রাখার মনোভাব আছে কি-না, সে পবিত্রভাবে জীবন যাপনে সচেষ্ট কিনা এবং কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

অষ্টম অধ্যায়: যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য (১১ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. যীশুর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. অপদূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৩. যীশুর উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে ও মন্দতার প্রভাব থেকে দূরে থাকবে।	• যীশুর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ • অপদূতগ্রস্তকে সুস্থ করা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "আমরা যীশুর সেবক সকলে" এটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যীশুর আশ্চর্য কাজ, ঐশরাজ্য, অপদূত তাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত পাঠের আলোকে যীশুর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের প্রকাশ ও অপদতগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা বিষয়ক ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলা। • পার্থিব রাজ্য ও ঐশরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো দু'টো কলামে লিখে দেখানো। • যীশুর অপদূতকে সুস্থ করার ঘটনাটি অভিনয় করে দেখানো। • বাস্তব জগতে কোথায় কোথায় মন্দশক্তি সক্রিয় এবং কী কী উপায়ে মন্দ শক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায় দলে তার একটি তালিকা তৈরি করতে দেওয়া। • বণ্ডনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি করা ও শিক্ষার্থীদের তার উত্তর দিতে বলা। • **বাড়ির কাজ:** যীশুর কাছে প্রার্থনা করে নিজে অথবা অন্য কেউ মন্দ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে এরকম একটি অভিজ্ঞতার কথা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নিবেন শিক্ষার্থী যীশুর আশ্চর্য কাজের বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • যীশুর সব কিছু করার ক্ষমতা আছে এবং শয়তানের শক্তি এমনকি মৃত্যুর উপরও তাঁর আধিপত্য আছে--এই সত্যের উপর তার বিশ্বাস আছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • সকল প্রকার মন্দশক্তির বিরুদ্ধে চলার মতো নৈতিক শক্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

নবম অধ্যায়: ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয়: ১. ক্ষমা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ক্ষমা করার সুফলগুলো বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ক্ষমা না করার ফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সহনশীলতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. সামাজিক জীবনে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. সহনশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৭. দেশপ্রেম বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. দেশপ্রেশ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৯. অন্তরে দেশপ্রেম রোপণ করার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ১০. ক্ষমাশীল ও সহনশীল মানুষ হিসেবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।	• ক্ষমা সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা • ক্ষমা করার সুফল • ক্ষমা না করার ফল • সহনশীলতা সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা • সামাজিক জীবনে সহনশীলতা • সহনশীলতা অর্জনের উপায় • দেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষা • অন্তরে দেশপ্রেম রোপণের উপায়	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "ক্ষমার বাণী, ক্ষমার বাণী" এটি বা অনুরূপ একটি গানের মাধ্যমে অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তক ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব উদাহরণ দিয়ে ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করা। • শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি কোন মনোমালিন্য থাকে তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষমা দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করা। • নিজ পরিবার, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ও অন্যান্য স্থানে সহনশীল হওয়ার কয়েকটি উপায় জোড়ায় জোড়ায় লিখতে ও পরে তা উপস্থাপন করতে দেওয়া। • জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মাধ্যমে দেশের প্রতি ভালোবাসা গভীর করে তোলার চেষ্টা করা। • **বাড়ির কাজ:** দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার মাধ্যমে কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তার কয়েকটি উপায় লিখে করে আনতে দেওয়া। • **অনুসন্ধানমূলক কাজ:** সহনশীলতার অভাবে পরিবারে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এসব সমস্যা দূর করে সুখী-সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কী কী করা দরকার তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। শিক্ষক দিক নির্দেশনা দিয়ে দিবেন। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নিবেন শিক্ষার্থী দেশপ্রেম সম্পর্কিত পাঠটি বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• ক্ষমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ক্ষমাশীল হতে পারছে কিনা, অধৈর্য না হয়ে সহনশীল হচ্ছে কিনা, দেশের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধিলাভ করছে কিনা এই দিকগুলো ছোট ছোট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

দশম অধ্যায়: ফাদার চার্লস যে. ইয়াং (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ফাদার ইয়াংএর শৈশব ও শিক্ষা জীবন বর্ণনা করতে পারবে। ২. সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াংএর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. দারিদ্র্য দূরীকরণে ফাদার ইয়াংএর অবদান বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের অবস্থা উন্নয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।	• শৈশব জীবন • শিক্ষাজীবন • সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠা • দারিদ্র্য দূরীকরণ	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "সেবা কর দুঃখী জনে সেবা কর আর্তজনে" এই গানটি বা অনুরূপ একটি গানের মাধ্যমে অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজসেবক-পুরোহিতদের সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ফাদার ইয়াংএর শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন, পুরোহিত জীবনে আহ্বান ও সমাজ সেবায় অবদানের বিস্তারিত বর্ণনা করা। • দরিদ্র মানুষের সেবারত ফাদার ইয়াং এর একটি ছবি আঁকতে দেওয়া। • বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের প্রতি ফাদার ইয়াং-এর গভীর মমত্ববোধ ও সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া। • সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে মানুষ কী কী উপকার পেতে পারে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা তৈরি করতে দেওয়া। • প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় (যেমন- শীত, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে সাহায্য দানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। • **বাড়ির কাজ:** বর্তমান জগতে পুরোহিত ও ব্রতীয় জীবনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ি থেকে লিপিবদ্ধ করে আনতে দেওয়া।	• শিক্ষার্থীদের কর্তৃক ফাদার ইয়াং-এর ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবসেবা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • মানব সেবাকাজে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

৮. শিক্ষাক্রম ছক

অষ্টম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: পবিত্র আত্মা (১২ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. পঞ্চাশত্তমী দিনে প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. পবিত্র আত্মার দান ও দানের ফলগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. খাঁটি খ্রিষ্টীয় জীবন গঠনে পবিত্র আত্মার দানগুলোর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে পারবে।	• পবিত্র আত্মার প্রেরণা • পবিত্র আত্মার দান ও ফল • ঈশ্বরের/সত্যময় আত্মা • পবিত্র আত্মার অবতরণ সম্পর্কে জানার উপায় • পবিত্র আত্মা সান্ত্বনাদাতা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "হৃদয়ে এসো আত্মা তুমি" বা এরূপ অন্য একটি পবিত্র আত্মার গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনার মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পবিত্র আত্মার প্রেরণা, ঈশ্বরের সত্যময় আত্মা, পবিত্রাত্মাকে জানার উপায়, সান্ত্বনাদাতা পবিত্র আত্মা, প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ, পবিত্র আত্মার দান ও ফল ইত্যাদি বিষয় সহজসরলভাবে উপস্থাপন করা। • যথাযথ অর্থ ও উদাহরণসহ 'প্রেরণা', 'পবিত্র আত্মার প্রেরণা', 'সত্যময় আত্মা', 'সান্ত্বনাদাতা'-এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা করা। • দলে শিষ্যচরিত ২:১-১৩ পর্যন্ত পাঠ করতে দেওয়া এবং শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসার পর তাঁদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল সেগুলো তালিকাবদ্ধ করতে দেওয়া। • জোড়ায় জোড়ায় আলাপ করে পবিত্র আত্মাকে সান্ত্বনাদাতা বলার কারণ খুঁজে বের করতে দেওয়া ও কয়েকজনকে তা সকলের সাথে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো মুখস্থ বলতে ও লিখতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** পবিত্র আত্মার কোন্ দানটি কে পেয়েছে বলে বেশি স্পষ্ট অনুভব করে তা বাড়িতে ভালো করে চিন্তাভাবনা করে আগামী দিন লিখে আনতে দেওয়া (একাধিক দান পেতে পারে) এবং তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে দেওয়া।	• পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞানার্জন করতে পেরেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন যাপনে শিক্ষার্থীরা কতখানি আগ্রহী হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈশ্বরের সৃষ্টির লালন (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে লালনপালন ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ২. সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন করার মাধ্যমে কিভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও যত্ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী হবে।	• ঈশ্বরের সৃষ্টির লালনপালন ও সংরক্ষণ • সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসা • পরিবেশ দূষণ • দূষণের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "আহা কি অপরূপ সৃষ্টি তোমার" এটি বা অনুরূপ একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃষ্টির লালন সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ঈশ্বরের সৃষ্টির লালনপালন ও সংরক্ষণ, সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসা, পরিবেশ দূষণ, দূষণের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয় উদাহরণসহ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা। • ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন ও সংরক্ষণ করার বিভিন্ন উপায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় লিখতে দেওয়া এবং কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • "সৃষ্টির যত্নে নয়, উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়"--এই বিষয়ের ওপর কয়েকটি দলকে পক্ষে ও কয়েকটি দলকে বিপক্ষে ৫টি করে যুক্তি লিখে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • সৃষ্টি সংরক্ষণ ও লালন বিষয়ের উপর একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রস্তুত করে তার উত্তর লিখতে দেওয়া এবং উত্তরগুলো নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করা। • পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে মানুষকে কিভাবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া যায় তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে ও কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** কী কী উপায়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় বাড়ি থেকে তার একটি তালিকা তৈরি করে আনতে বলা। • **অনুসন্ধানমূলক কাজ:** শিক্ষার্থীর নিজ এলাকায় কী কী ভাবে মানুষ পরিবেশ দূষিত করে এবং সেগুলো বন্ধ করার উপায়গুলো সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। শিক্ষক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন।	• শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরের সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও যত্ন করা সম্পর্কে জানার লক্ষ্য কতখানি অর্জিত হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • বিভিন্ন সৃষ্টিকে দেখাশুনা ও যত্ন করার কাজে শিক্ষার্থীরা কতখানি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা। • পরিবেশ দূষণ না করার ও দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা কতখানি সচেতন ও আগ্রহী হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা।

তৃতীয় অধ্যায়: ঈশ্বর ও মানুষ (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মানুষ ঈশ্বরের সহকর্মী-এই ধারণাটি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও সম্পর্কের ফল বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় করতে পারবে।	• ঈশ্বরের সহকর্মী মানুষ • এদেন উদ্যানে ঈশ্বর ও মানুষের সুসম্পর্ক • সম্পর্ক ভঙ্গ • সম্পর্ক পুনঃস্থাপন • মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "এসো প্রভু এসো, নিয়ে এসো তুমি শান্তির মহাবর" এটি বা এই মূলভাবের একটি গানের মাধ্যমে অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 'ঈশ্বরের সহকর্মী মানুষ', 'এদেন উদ্যানে ঈশ্বর ও মানুষের সুসম্পর্ক', 'সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া', 'সম্পর্ক পুনঃস্থাপন' ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 'ঈশ্বরের সহকর্মী মানুষ', 'এদেন উদ্যানে ঈশ্বর ও মানুষের সুসম্পর্ক', উক্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করে তোলা। • ঈশ্বরের কোন্ কোন্ কাজে ও কিভাবে মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে দেওয়া ও কয়েকজনকে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • কী কী কারণে ঈশ্বরের সাথে মানুষের ও মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় দলে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে দেওয়া। • কী কী উপায়ে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে পারে, গভীর করতে পারে দলের মধ্যে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে দেওয়া। • ঈশ্বর ও মানুষের সাথে পুনঃস্থাপিত সম্পর্ক সারা জীবন বজায় রাখার উপায়গুলো দলে আলোচনা করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** অন্যের সাথে কারও নিজের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ঘটনা জানা থাকলে বা খবরের কাগজ বা কোন পুস্তকে উল্লেখিত ঘটনা জানা থাকলে তা সংগ্রহ করে আনতে বলা। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া শিক্ষার্থী ঈশ্বর ও মানুষ সম্পর্কিত বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গমকরতে পেরেছে।	• ঈশ্বরের সাথে মানুষের আদি ও পরবর্তী পর্যায়ের সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জানতে পেরেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • ঈশ্বরের সহকর্মী হিসেবে শিক্ষার্থীরা তাদের কর্তব্য কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। • মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা কতখানি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায়: পতনের ফল (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পতনের ফলে মানুষের কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দিবে। ২. মানুষকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. জীবনের সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখবে।	• কঠিন সংগ্রামে পতিত মানুষ • পতিত মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা • মানুষের ঈশ্বর অন্বেষণ • পরিত্রাণের উপায়	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "ভগবানের পালে আমি পালিত মেষ, আমার কীসের অভাব" এটি বা অনুরূপ মূলভাবের কোন গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পতন ও তার ফল সম্পর্কিত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখিত তথ্যের আলোকে কঠিন সংগ্রামে পতিত মানুষ, পতিত মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা, মানুষের ঈশ্বর অন্বেষণ, পরিত্রাণের উপায় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলা। • কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনযাপন করতে হলেও মানুষ কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায় না জোড়ায় জোড়ায় তার সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করতে বলা। • কী কী ভাবে মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে দলে তার একটা তালিকা তৈরি করে তা উপস্থাপন করতে দেওয়া। • প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কী কী তা দলে আলোচনা করে লিখতে দেওয়া। ঈশ্বর কেন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন তা আলোচনা করতে দেওয়া। • পরিত্রাণের পথে চলার উপায়গুলো দলে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** জীবনের সব পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে চলার উপায়সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আনতে বলা। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া মানুষের পতন ও তার ফল সম্পর্কিত শিক্ষার্থী বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• শিক্ষার্থীদের কাছে মানুষের পতন ও তার ফল সম্পর্কে কতটুকু জানা হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • জীবনের ছোট বা বড় যে-কোন সমস্যায় বা সুখের সময় ঈশ্বরকে না ভুলে বরং তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে চলার মনোভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা। • যীশু খ্রিষ্টকে মুক্তিদাতা হিসেবে আপন করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাস শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

পঞ্চম অধ্যায়: যীশুর বাণীপ্রচারের মূলভাব (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাবগুলো বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ২. যীশুর প্রচারিত বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে যীশুর কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে পারবে।	• ঈশ্বরের রাজ্য • দশ আজ্ঞা • সুখপন্থাসমূহ • শেষ বিচার • মৃতদের পুনরুত্থান • যেরুসালেমের মন্দির • ইশুদিদের বিধান • শান্তি • দীনদরিদ্র • নরহত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা • পবিত্র আত্মার বাণী ও মিশনকর্ম • বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "খ্রিষ্টের বাণী প্রচারিব মোরা করেছি অঙ্গীকার" এটি বা অনুরূপ মূলভাবের একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যীশুর বাণীপ্রচার সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যীশুর বাণীপ্রচারের মূলভাবগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া। • যীশু কিভাবে ও কোন্ কোন্ স্থানে বাণীপ্রচার করেছেন তা দলে সহভাগিতা করা ও পরে সকলের সামনে উপস্থাপন করা। যেমন- উপদেশ দিয়ে (পাহাড়ে, নৌকার উপরে, মন্দিরে ইত্যাদি), আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, প্রার্থনা, জীবনাদর্শ ইত্যাদি দিয়ে তিনি বাণী প্রচার করেছেন। • বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষার্থীদের কাছে কী কী পদ্ধতিতে সফলভাবে বাণী প্রচার করা যেতে পারে তা সহভাগিতা করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** নিজ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষে সর্বদা শান্তি বজায় রাখার জন্য করণীয়সমূহ বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া। • **অনুসন্ধানমূলক কাজ:** শিক্ষার্থীদের ধর্মপল্লীতে খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী মিশনকর্ম করছে এবং সেই কাজগুলোর মাধ্যমে সমাজের লোকদের কী কী উপকার সাধিত হচ্ছে তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। শিক্ষক যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়ে দিবেন। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া সুখপন্থাগুলো সমাজে কিভাবে সুফল বয়ে আনতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষার্থী কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাবগুলো শিক্ষার্থী কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • যীশুর প্রচারিত বাণীর উপর শিক্ষার্থীর বিশ্বাসের গভীরতা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • যীশুর বাণী প্রচার কাজে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ঈশ্বরের আহ্বানে পিতরের সাড়াদান (১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. যীশু কর্তৃক পিতরের আহ্বান ও যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পিতরের উপর যীশুর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি *হিসেবে* পিতরের বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৪. পিতরের পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়ার কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. পিতরের বেঁধে রাখার ও খুলে দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৬. পিতরের মসীহ বলে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিবে। **আবেগীয়** ৭. যীশুর যোগ্য শিষ্য হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হবে।	• যীশু পিতরকে ডাকেন • পিতর সাড়া দেন • পিতরের উপর অর্পিত দায়িত্ব • খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি পিতর • পুনরুত্থানের সাক্ষী পিতর • পিতরকে প্রদত্ত বেঁধে রাখার ও খুলে দেওয়ার দায়িত্ব • বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "শপথ নিয়েছি আমরা তোমার কথাই বলবো" এটি বা অনুরূপ মূলভাবের একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন শিষ্য ও পিতর সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদানের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা। • খ্রিষ্টের যোগ্য শিষ্য হওয়ার গুণগুলো শিক্ষার্থীদেরকে একে একে জিজ্ঞেস করা ও তাদের উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা। • যীশুর আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে পিতরের কী কী ত্যাগ করতে হয়েছিল সেগুলো দলে আলোচনা করতে দেওয়া ও পরে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রস্তুত করে লিখতে দেওয়া এবং দুইএকজনের উত্তর শোনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** কীসের উপর ভিত্তি করে যীশুর সাথে পিতরের সম্পর্ক গভীর হয়েছিল তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া।	• পিতরকে যীশু কী কাজের জন্য ডাকেন, পিতর কিভাবে সাড়া দেন, পিতরকে যীশু কী কাজ দেন-এসব সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষার্থীরা কতখানি অর্জন করতে পেরেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থীদের মধ্যে যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোন না কোনভাবে যীশুর কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করার জন্য আগ্রহ জাগছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা। • পিতরের অনুসারী পোপের উপর শিক্ষার্থীদের কতটুকু আস্থা আছে তা আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

সপ্তম অধ্যায়: খ্রিষ্টমণ্ডলী **(১০ পিরিয়ড)**

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. খ্রিষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর বর্ণনা দিবে। ২. খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক হিসেবে খ্রিষ্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করবে। ৩. খ্রিষ্টদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসেবে খ্রিষ্টভক্তদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করবে। **আবেগীয়** ৪. মণ্ডলীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবে।	• খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি দেহ • দেহের মস্তক খ্রিষ্ট • দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "আমরা এক রুটি, আমরা এক শরীর, কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী" এটি বা এই মূলভাবের একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের খ্রিষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তক ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব উদাহরণসহ দেহরূপ খ্রিষ্টমণ্ডলী, মণ্ডলীর মস্তক খ্রিষ্ট, মণ্ডলীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি বিষয় পরিষ্কার করে তোলা। • দ্রাক্ষালতা পাওয়া না গেলেও অনুরূপ যে-কোন একটি লতা শ্রেণিতে এনে শিক্ষার্থীদের কাছে এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যে, খ্রিষ্ট প্রধান লতা এবং মণ্ডলীর সকল সদস্য ডালপালা। • একটি মানব-দেহের চিত্র ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কন করে সেটাকে মণ্ডলীর সাথে তুলনা করা। এর মধ্যে এই উদাহরণটি ব্যাখ্যা করা যে, মস্তকটি খ্রিষ্ট এবং অন্যান্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মণ্ডলীর সদস্যবর্গ। • মাথা দিয়ে আমরা যে-সব কাজ করি দলে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে দেওয়া ও পরে প্রত্যেক দল থেকে একজনকে প্রতিবেদন পেশ করতে দেওয়া; প্রতিবেদন থেকে যে কাজের নামগুলো উঠে আসবে সেগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা। • দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা মস্তকের কাজগুলোর সাথে মণ্ডলীর মস্তক খ্রিষ্টের একটি সম্পর্ক দেখিয়ে দেওয়া। • দেহের চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদি দিয়ে আমরা কী কী কাজ করি দলে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে দেওয়া ও পরে প্রত্যেক দল থেকে একজনকে প্রতিবেদন পেশ করতে দেওয়া; প্রতিবেদন থেকে যে কাজের নামগুলো উঠে আসবে সেগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ফেলা। • দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির কাজগুলোর সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্ক দেখিয়ে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** কে মণ্ডলীর কোন্ অঙ্গটি হতে চায় এবং সেটা দিয়ে মণ্ডলীতে সে কী কাজ করতে আগ্রহী তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া।	• শিক্ষার্থীরা খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে কতখানি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থী সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা। • নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দলীয় কাজে সহপাঠীদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ এবং সেবার মানসিকতা আছে কিনা তা মূল্যায়ন করা। • মণ্ডলীতে শিক্ষার্থী নিজ স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে কি-না তা বিভিন্ন দায়িত্বে অংশগ্রহণের বিষয় পর্যবেক্ষণ দ্বারা মূল্যায়ন করা।

অষ্টম অধ্যায়: যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্যে আহ্বান (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ঐশরাজ্যের অর্থ ব্যাখ্যা করবে। ২. যীশুর রূপক কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে করবে। ৩. মথি ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আশ্চর্য কাজগুলোর মাধ্যমে ঐশ রাজ্যের কর্মী হওয়ার জন্য যীশু লোকদের আহ্বান করেন, এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. ঐশরাজ্য বিস্তারে যীশুর ডাকে সাড়া দিবে।	• ঐশরাজ্য • যীশুর রূপক কাহিনী • ঐশরাজ্যের কর্মী • যীশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "তোমার রাজ্য আসুক প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক" এই গানটি বা ঐশরাজ্য মূলভাবের অন্য যে-কোন একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, নিজের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব উদাহরণের আশ্রয় নিয়ে যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্যে আহ্বান বিষয়ক ধারণা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা। • সব মানুষই ঐশরাজ্যের সদস্য ও কর্মী হতে পারে--এবিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া। • শিক্ষার্থীরা কিভাবে ঐশরাজ্যের জন্য কী কাজ এবং তা কিভাবে করতে পারে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে দেওয়া। • কোন্ কাজগুলোকে আশ্চর্য বা অলৌকিক কাজ বলা হয় তা বৈশিষ্ট্যসহ বুঝিয়ে দেওয়া। • যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো কেন ঐশরাজ্যের চিহ্নস্বরূপ তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া। • বাস্তব জগতে ঐশরাজ্যের কী কী চিহ্ন দেখা যায় দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটা তালিকা তৈরি করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** শিক্ষার্থীদের কেন ব্যক্তিগতভাবে ঐশরাজ্যের চিহ্ন হওয়া দরকার এবং কিভাবে তারা তা হতে পারে তা বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসতে বলা।	• যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্যে আহ্বান সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষাথীরা কতখানি অর্জন করতে পেরেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • ঐশরাজ্য বিস্তার কাজে যীশু ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা কতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

নবম অধ্যায়: ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ন্যায্যতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ন্যায্যতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করবে। ৩. পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি আনয়নে ন্যায্যতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. পবিত্র বাইবেলে আত্মসংযম বিষয়ক শিক্ষা বর্ণনা করবে। ৬. নিজ জীবনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মসংযমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৮. আত্মসংযমী হবে। ৯. পরিবার ও সমাজে ন্যাযত্যা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবে।	• ন্যায্যতা • বাইবেলে ন্যায্যতার শিক্ষা • পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা • ন্যায্যতার ফল শান্তি • বাইবেলে আত্মসংযমের শিক্ষা • নিজ জীবনে আত্ম সংযম • শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজের জন্য আত্মসংযম	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে "অন্তরে যারা দীন ধন্য তারা স্বর্গরাজ্য তাদেরই যে" এটি বা এই মূলভাবের যে-কোন একটি গান অথবা একটি সৃজনশীল প্রার্থনা করানোর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা। • প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেওয়া। • পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত তথ্য ও নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করা। • ন্যায্যতার অভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি বর্ণনা করতে দিবেন এবং সেসব স্থানে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের করণীয়সমূহ উল্লেখ করতে দেওয়া। • ১ রাজা ২১-এ বর্ণিত নাবোথের আঙ্গুরক্ষেতের কাহিনীটি অভিনয় করতে দেওয়া। • সম্ভব হলে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' পাঠ করে অর্থ ব্যাখ্যা করা। • ন্যায্যতা ও শান্তির পরস্পরের সাথে সম্পর্ক থাকার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। • শিক্ষার্থীদের নিজ এলাকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অন্যায্যতা বিরাজমান তা দলে লিপিবদ্ধ করতে দেওয়া এবং সেসব ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা তালিকাবদ্ধ করতে দেওয়া। • কী কী ক্ষেত্রে আত্মসংযম অত্যাবশ্যক জোড়ায় জোড়ায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে ও পরে সকলের সাথে সহভাগিতা করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** আত্মসংযমী হওয়ার সুফলগুলো বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসতে বলা।	• ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কত গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থীরা কতখানি ন্যায়বান, শান্তিপ্রিয় ও আত্মসংযমী হতে পেরেছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

দশম অধ্যায়: আর্চবিশপ টি. এ. গাঙ্গুলী (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে পারবে। ২. আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর যাজকীয় জীবন বর্ণনা করতে পারবে। ৩. বিশপ ও আর্চবিশপ হিসেবে গাঙ্গুলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. শিক্ষা বিস্তার ও যুব গঠনে তাঁর অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. সন্ন্যাস জীবনের আহ্বানে সাড়াদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।	• গাঙ্গুলীর জীবনী • জন্ম ও শৈশব • পড়াশোনা ও সেমিনারিতে প্রবেশ • ফাদার গাঙ্গুলীর পবিত্র ক্রুশ সঙ্ঘে প্রবেশ • প্রেরণকর্মী গাঙ্গুলীর কর্মজীবন • বিশপ গাঙ্গুলী • আর্চবিশপ গাঙ্গুলী • অনন্ত যাত্রা • ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী • শিক্ষা বিস্তার কাজে গাঙ্গুলীর অবদান • যুব গঠন কাজে গাঙ্গুলীর অবদান • বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গাঙ্গুলীর ভূমিকা	• শিক্ষার্থীদের দিয়ে সৃজনশীল প্রার্থনা অথবা "তোমার প্রেমের পথে যাঁরা চলেছিল আজীবন . . ." এই গানটি বা এরকম একটি গানের মধ্য দিয়ে পাঠদান শুরু করা। • পাঠ্যপুস্তকের আলোকে গাঙ্গুলী সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলা। • আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর একটি ছবি অঙ্কন করতে দেওয়া। • দলের মধ্যে নিজ নিজ জীবনের আহ্বানের কথা সহভাগিতা করতে দেওয়া। • নিজ জীবনে ঐশ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অর্থ জোড়ায় জোড়ায় সহভাগিতা করতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** যে-কোন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনা বাড়ি থেকে লিখে আনতে দেওয়া। • **বাড়ির কাজ:** ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার সহায়তা কামনা করে একটি প্রার্থনা লিখতে দেওয়া। • মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া শিক্ষার্থী গাঙ্গুলীর ঈশ্বরের সেবক হওয়া সম্পর্কিত বিষয়টি কতখানি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে।	• আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে শিক্ষার্থীরা কতখানি জানতে পেরেছে তা প্রশ্নোত্তর ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। • শিক্ষার্থীরা আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর আদর্শ অনুসরণ করে ঐশ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য কতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ দ্বারা মূল্যায়ন করা।

৯. লেখক নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকটি যুগোপযোগী, মানসম্মত ও আকর্ষণীয় করে রচনা করার উদ্দেশ্যে লেখকদের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো রাখা হলো:

(ক) লেখককে অবশ্যই শুরুতে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম দলিলটি ভালোভাবে পাঠ করে এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও মর্মার্থ অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কৌশল, উদাহরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি মৌল বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিবেন।

(খ) লেখক নিম্নোক্ত সহায়ক গ্রন্থগুলো ব্যবহার করতে পারবেন:

i. মঙ্গলবার্তা (পুরাতন ও নতুন নিয়ম)
ii. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা
iii. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ

প্রয়োজনে অন্যান্য উৎস থেকেও উপযোগী তথ্য গ্রহণ করা যাবে।

(গ) ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের দশম অধ্যায়ের জন্য প্রিয়নাথ বৈরাগীর উপর লিখিত বইটি ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) সপ্তম শ্রেণির বইয়ের দশম অধ্যায়ের জন্য ফাদার আর. ডবি-ও টিম সিএসসি কর্তৃক লিখিত ও ফাদার আদম এস, পেরেরা কর্তৃক অনূদিত "বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক ফাদার চার্লস যে, ইয়াং, সিএসসি-র জীবনী" নামক বইটি ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) অষ্টম শ্রেণির বইয়ের দশম অধ্যায়ের জন্য ফাদার আদম পেরেরা, সিএসসি কর্তৃক লিখিত "দিবালোকের উজ্জল নক্ষত্র থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলি, সিএসসি" নামক বইটি ব্যবহার করতে হবে।

(চ) পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিপক্বতা, শিক্ষাস্তর ও পাঠদানের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় রাখতে হবে।

(ছ) বিষয়গুলো এমনভাবে বাস্তব উদাহরণ, মানচিত্র, চার্ট, ছবি ইত্যাদির সমন্বয়ে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে সহজে বোধগম্য ও শিক্ষার্থীবান্ধব হয়।

(জ) কার্যক্রমগুলো অবশ্যই বিষয়সম্পৃক্ত, দৈনন্দিন জীবনভিত্তিক, অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হতে হবে।

(ঝ) প্রতিটি পাঠ রচনার সময় উদাহরণসহ বর্ণনা দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(ঞ) ধর্মকে জীবনভিত্তিক করে তোলার জন্য সংবাদপত্র, প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রচনাবলি ইত্যাদি থেকে তথ্য ও বাস্তব উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(ট) বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় সততা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংবেদশীলতা ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ এবং আমাদের গৌরবোজ্জল ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

(ঠ) ধর্মীয় উপাসনা, ধর্মীয় পার্বন-উৎসবাদি, জন্ম-মৃত্যুকেন্দ্রিক বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলি ইত্যাদিতে যোগদানের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

(ড) পাঠ তৈরির সময় লেখককে মনে রাখতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সময় সহায়তা করার মনোভাব জাগ্রত হয়।

(ঢ) তথ্যের রেফারেন্স দেওয়ার প্রচলিত রীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

(ণ) লেখক প্রতিটি পাঠ রচনার শুরুতে বক্সে শিখনফল লিখে শুরু করবেন।

(ত) একই শিখনফলের একাধিক পাঠ হতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে প্রতিটি পাঠ শেষে নির্দিষ্ট শিখনফলটি যেন অর্জিত হয়।

(থ) বাংলা বানানের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলা একাডেমীর বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহার কররে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে।

(দ) পাণ্ডুলিপি: (১) ফন্ট সাইজ হবে ১৪; (২) লাইন স্পেস ১.৫; (৩) পাণ্ডুলিপির সাইজ ১/৮ ডিসি (২০"-৩০") / (২২"-৩২) হবে; (৪) কন্টেন্ট এরিয়া (৮.৫" x ৫.৭৫") / (৯.৫" x ৬.২৫") হতে হবে।

শিক্ষাক্রম

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নবম ও দশম শ্রেণি

১. ভূমিকা

ধর্মশিক্ষকের মূল লক্ষ্য হলো খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তরুণ মনকে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের অন্বেষী করে গড়ে তোলা যেন তারা মিথ্যা, অসুন্দর ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শিখে। তারা যেন সমাজের অসত্য, অসুন্দর ও অন্যায্য পরিবেশ পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ হয় ও নিজ নিজ জীবনে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন এনে একটি সুখীসুন্দর সমাজ গড়ে তোলার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এই লক্ষ্য অর্জনে ধর্মশিক্ষক তাঁর জ্ঞান, বিশ্বাস ও নিজ জীবনে তা অনুশীলনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর অন্তরে বপন করার চেষ্টা করবেন। আর শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের সাথে একাত্ম হয়ে, তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে, নিজের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার ও সেখানে ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করার চেষ্টা করবে। সে তার অন্তরে লব্ধ ঐশ অভিজ্ঞতা নিয়ে বিদ্যালয় থেকে জনসমাজে ফিরে যাবে ও মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণ করবে। একারণে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা হলো একটি জীবনব্যাপী তীর্থযাত্রা। ধর্মশিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পর এই তীর্থযাত্রার সহযাত্রী।

তারুণ্যের বয়স ও প্রয়োজনসমূহকে মনে রেখে নবম-দশম শ্রেণির খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সত্যকে তথা যীশু খ্রিষ্টকে জেনে ও উপলব্ধি করে আমাদের তরুণসমাজ মুক্ত মানুষে পরিণত হবে। তারা নিজেকে জানার মাধ্যমে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে বৃদ্ধিলাভ করবে ও ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরকেও আবিষ্কার করতে থাকবে। শুধু নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলে তাদের জীবন অর্থপূর্ণ হবে না, তাই তাদের প্রসারিত হতে হবে সমাজের মানুষের স্তরে। অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, শিশু-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব এবং নিজ ধর্ম ও পরধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। একইভাবে মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবায় তাদের মনোনিবেশও করতে হবে। মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধে জাগ্রত হয়ে সকল প্রকার মন্দতা ও স্বার্থচিন্তার জাল থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শ পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ব গড়ার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষক শিক্ষার্থীর যাত্রাপথের সঙ্গী হবেন আর শিক্ষার্থী তার গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের অন্তরতম কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। সেখান থেকে তাদের অবিরাম যাত্রা হবে সমাজ ও বিশ্বের পানে।

তরুণ-তরুণীদের এই বয়সে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে এর উপর প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া। এ কারণে শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি কিছু কিছু নৈতিক বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে। সংগত কারণেই পুস্তকের নামকরণও করা হয়েছে **"খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা"**।

২. উদ্দেশ্য

১. ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সত্যের অন্বেষী হয়ে, খ্রিষ্টীয় জীবন গঠনে ও মুক্ত-স্বাধীন পরিপক্ব মনুষ্যত্ব অর্জনে আগ্রহী হওয়া।

২. নিজেকে জানার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর সৃষ্ট স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে বেড়ে উঠা।

৩. মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার পাশাপাশি খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ বিবেকবোধ অর্জন করা ও জীবনব্যাপী বিবেকের নির্দেশ অনুসারে চলতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৪. একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, কৃষ্টি নির্বিশেষে সকলের সাথে সুসম্পর্ক রচনা করা এবং সমাজের প্রতি সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্ববোধ অর্জন করা।

৫. প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও মর্যাদা দিতে শেখা এবং পুরুষ ও নারী--উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৬. জীবনের বাস্তবতায় হাসি-আনন্দের পাশাপাশি দুঃখবেদনার খ্রিষ্টীয় নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারা ও যে-কোন পরিস্থিতি সহজভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা।

৭. পাওয়ার চাইতে দেওয়াতেই আনন্দের গভীরতা এবং ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

৮. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম তত্ত্বাবধানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ও নবসৃষ্টির আনন্দে মগ্ন হওয়া।

৩.অধ্যায় বিন্যাস ও সময় বণ্টন (Chapters Arrangement and Time Distribution)

নবম ও দশম শ্রেণির খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য মোট ১৫টি অধ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

অধ্যায়	শিরোনাম	পিরিয়ড
প্রথম অধ্যায়	মুক্তির পথে আহ্বান	**৮**
দ্বিতীয় অধ্যায়	স্বাধীনতা ও আমি	**৮**
তৃতীয় অধ্যায়	আমার স্বাধীনতা ও সমাজ	৬
চতুর্থ অধ্যায়	স্বাধীনতায় বেড়ে উঠা	৫
পঞ্চম অধ্যায়	স্বাধীনতা ও বাধ্যতা	৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	বিশ্বস্ত বন্ধু	৭
সপ্তম অধ্যায়	পুরুষ ও নারী	৭
অষ্টম অধ্যায়	স্বাধীনতা ও জীবনাহ্বান	৯
নবম অধ্যায়	পিতার সম্মুখে	৭
দশম অধ্যায়	অসুস্থ বিশ্বের নিরাময়	৮
একাদশ অধ্যায়	বিবেকের নীরব কণ্ঠস্বর	১০
দ্বাদশ অধ্যায়	হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা	৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	সহিংসতা ও শান্তি	৭
চতুর্দশ অধ্যায়	পরিবর্তিত বিশ্ব চাই	৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	আমাদের মুক্তির পথ	৫
	মোট	**১০৮**

৪. শিক্ষাক্রম ছক

নবম ও দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: মুক্তির পথে আহ্বান (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	বিশেষ লেখক নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মুক্তির সাধারণ ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. মুক্তি সম্পর্কে খ্রিষ্টের শিক্ষাসমূহ বিশ্লেষণ করে নিজেকে মূল্যায়ন ও নিজের কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবে।	• মুক্তির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য • মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায় • খ্রিষ্ট ও মুক্তি	• মুক্তি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও খ্রিষ্টের ধারণা একটি পোস্টার পেপারে পাশাপাশি উপস্থাপন। • **দলীয় কাজ :** খ্রিষ্টীয় শিক্ষার ভিত্তিতে তুমি কিভাবে মুক্ত জীবনযাপন করতে পার?	• মুক্তির সাধারণ ধারণা ও মুক্তি সম্পর্কে খ্রিষ্টের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য দেখানো • **ছক পূরণ** **মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ** | **মুক্ত জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ** |	এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের প্রথম অধ্যায় **OUR CALL TO FREEDOM** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।
৪. আদর্শ খ্রিষ্টভক্তের মুক্ত জীবনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. মুক্ত-স্বাধীন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হবে।	• খ্রিষ্টভক্ত ও মুক্তি	• একজন আদর্শ খ্রিষ্টভক্তের মুক্ত জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন বা তার জীবনীর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন। **বাড়ির কাজ** • শিক্ষার্থীর জানা কোন আদর্শ খ্রিষ্টভক্তের জীবনের বৈশিষ্ট্য লেখা।	**ইঙ্গিত:** শিক্ষক মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বাম পাশের কলামে লিখবেন। শিক্ষার্থী মুক্ত জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো বেছে নিয়ে ডান পাশের কলামে লিখবে।	প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাধীনতা ও আমি (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. নিজেকে জানার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ২. প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কারণ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. অন্যদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. আমাদের জন্য খ্রিষ্টের আত্মদানের অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ হবে।	• নিজেকে জানা • ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য • সেবাকাজে আত্মনিবেদন • খ্রিষ্টের আত্মদান	• একজন অনুকরণীয় ব্যক্তির জীবনের ভালো দিক ও দুর্বল দিকগুলো পোস্টারে উপস্থাপন ও আলোচনা। • **একক কাজ:** শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যকার ভালো দিক ও দুর্বল দিক খুঁজে বের করা। **ইঙ্গিত:** প্রত্যেকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা। • অন্যদের সেবায় উৎসর্গকারী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফরে নিয়ে যাওয়া। • **দলীয় কাজ** • সেবাকারীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সেবা করার গুরুত্বসমূহ তালিকাবদ্ধকরণ। **অনুসন্ধানমূলক কাজ** তোমার পরিচিত সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলো কী কী সেবাকাজ কাদের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকে এবং সেবাপ্রাপ্তরা কী কী ভাবে উপকৃত হয় তা অনুসন্ধানকরণ।	• সেবা কাজের মাধ্যমে কিভাবে অন্যের মঙ্গল সাধন করা যায়।	এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় **FREEDOM AND I** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়: আমার স্বাধীনতা ও সমাজ (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। ২. অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নিজের ও অন্যদের স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ৪. খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান মানুষের জীবন মূল্যায়ন করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. অন্যদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবে। ৬. অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	• নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতি • বন্ধুত্ব গড়ার প্রয়োজনীয়তা • স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা • খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান জীবন	• চার্টের মাধ্যমে নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন। • **বিতর্ক** • "সম্প্রীতিই মানব জীবনে সুখী হওয়ার সর্বোত্তম পন্থা।" • **ছবি প্রদর্শন:** কয়েকজন খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান ব্যক্তির ছবি প্রদর্শন ও তাঁদের গুণাবলির তালিকা উপস্থাপন।	• নিঃসঙ্গতা ও সম্প্রীতির ফলগুলো দুইটি কলামের মাধ্যমে উপস্থাপন। • খ্রিষ্টবিশ্বাসে বলীয়ান মানুষের গুণাবলি তালিকাবদ্ধকরণ।	এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় **MY FREEDOM AND OTHERS** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়: স্বাধীনতায় বেড়ে উঠা (৫ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিপক্ব মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।

৩. স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার পথে খ্রিষ্টীয় আদর্শের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আবেগীয়
৪. সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় পরিপক্বতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে।</td>
<td>• সমাজসচেতনতা

• পরিপক্ক মানুষ হওয়া

• খ্রিষ্ট আমার আদর্শ</td>
<td>• চার্টের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বসমূহের একটা তালিকা উপস্থাপন করা। প্রতিটি দায়িত্ব পালন করার সুফল এবং না করার ফলে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা।

• দলীয় কাজ
<table><tr><th>দায়িত্বের নাম</th><th>পালন করার ফল</th><th>পালন না করার ফল</th></tr><tr><td>শিক্ষক</td><td></td><td></td></tr><tr><td>কৃষক</td><td></td><td></td></tr><tr><td>পরিচ্ছন্নকর্মী</td><td></td><td></td></tr><tr><td>পুলিশ</td><td></td><td></td></tr></table>ইঙ্গিত: শিক্ষক বিভিন্ন পেশার নাম দিয়ে এই কাজটি করাতে পারেন।</td>
<td></td>
<td>এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় GROWING IN FREEDOM অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।</td>
</tr>
</table>

পঞ্চম অধ্যায়: স্বাধীনতা ও বাধ্যতা (৭ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে স্বাধীনতা ও বাধ্যতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. কর্তৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্যের (বাধ্যতার) প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।

৪. বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাব বর্ণনা করতে পারবে।
আবেগীয়
৫. কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবে।</td>
<td>• স্বাধীনতা ও বাধ্যতা

• কর্তৃত্ব

• কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতা

• যীশু ও বাধ্যতা</td>
<td>• সমাজের বিভিন্ন স্তরে কেন কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকতে হয় এবং না হলে কী অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা দুই একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো।
• ছক পূরণ
<table>
<tr><th>বাধ্যতার ক্ষেত্র</th><th>বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা</th><th>অবাধ্যতার ফল</th></tr>
<tr><td>পরিবারে বাধ্যতা</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>রাস্তাঘাটে চলাচলের নিয়মকানুন</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন</td><td></td><td></td></tr>
</table>
• একক কাজ : বাধ্যতার প্রতি যীশুর মনোভাবের সাথে শিক্ষার্থীর মনোভাবের তুলনা।</td>
<td>• কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তাসমূহ লেখা।</td>
<td>এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় OBEDIENCE, AN EXERCISE OF FREEDOM অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।</td>
</tr>
</table>

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বিশ্বস্ত বন্ধু (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জীবনে বিশ্বস্ত বন্ধুর গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। ৩. ভালো ও খারাপ বন্ধুত্বের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৪. বিশ্বাসে সমৃদ্ধ জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হবে।	• বন্ধুত্ব • বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের গুরুত্ব • ভালো ও মন্দ বন্ধু • বিশ্বাসে সমৃদ্ধ জীবন	• বাস্তব উদাহরণ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করা। • **একক কাজঃ** বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর করণীয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ। • ভালো ও খারাপ বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো পোস্টার পেপারে দুই কলামের মাধ্যমে উপস্থাপন। • **বাড়ির কাজ :** ধর্মীয় বিশ্বাস শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে বিশ্বস্ত বন্ধু হতে সাহায্য করে। **অনুসন্ধানমূলক কাজ** জীবন গঠনে বিশ্বস্ত বন্ধু কিভাবে সাহায্য করে তা অনুসন্ধান করার মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।		এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় **A FAITHFUL FRIEND** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

সপ্তম অধ্যায়: পুরুষ ও নারী (৭ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. ঈশ্বর কর্তৃক পুরুষ ও নারী হিসেবে মানুষ সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

২. নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. নারী-পুরুষের সমতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. ভালোবাসা সম্পর্কে প্রেরিত পলের শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আবেগীয়
৫. নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।</td>
<td>● ঈশ্বরের সৃষ্টি পুরুষ ও নারী

● নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্ক

● নারী পুরুষের সমতা।

● ভালোবাসা ও সাধু পলের শিক্ষা</td>
<td>● ঈশ্বর কেন পুরুষ ও নারী করে মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন তা উপস্থাপন করা।
● বিতর্ক প্রতিযোগিতা : “পুরুষ ও নারীর সুস্থ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাই অধিক।”

● নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যসমূহ ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ নির্ণয়।
<table>
<tr><th>নারী-পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্র</th><th>বৈষম্য দূরীকরণের উপায়</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>১.</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২.</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>৩.</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>৪.</td></tr>
</table>
</td>
<td>● ছক পূরণ
নারী ও পুরুষের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা।
<table>
<tr><th>নারী</th><th>পুরুষ</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের সপ্তম অধ্যায় MALE AND FEMALE HE CREATED THEM অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।</td>
</tr>
</table>

অষ্টম অধ্যায়: স্বাধীনতা ও জীবনাহ্বান (৯ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জীবনাহ্বানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. আমাদের স্বাধীন হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. আহ্বান ও জীবনের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. নিজ আহ্বানের প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৬. ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হবে।	• জীবনাহ্বানের গুরুত্ব • স্বাধীন হওয়ার আহ্বান • আহ্বানে সাড়া দান • জীবনাহ্বান ও মানবজীবন • জীবনাহ্বান ও দায়বদ্ধতা	• বিভিন্ন আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এমন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে আহ্বান এবং আহ্বানের সাড়াদানের মাধ্যমে প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করা। • **দলীয় কাজ :** ছবিতে প্রদর্শিত ব্যক্তিদের জীবন থেকে প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করা।	• **বাড়ির কাজ :** ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রকৃত স্বাধীন জীবন যাপন করছে এমন একজনের জীবন বেছে নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা।	এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের অষ্টম অধ্যায় **WHAT SHALL I BE?** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

নবম অধ্যায়: পিতার সম্মুখে (৭ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বৃদ্ধিবৃত্তীয় ১. প্রার্থনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ঈশ্বরের কথা শুনতে পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে। ৪. প্রার্থনা করার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. নিয়মিত প্রার্থনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে।	• প্রার্থনা • ঈশ্বরের উপস্থিতি • ঈশ্বরের কথা শোনা • প্রার্থনার বিভিন্ন পদ্ধতি	• কিভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় ও কিভাবে ঈশ্বরের কথা শোনা যায়--তার দুইটি তালিকা উপস্থাপন ও আলোচনা। • **একক কাজ:**শিক্ষার্থী কিভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে ও কিভাবে ঈশ্বরের কথা শুনতে পেয়েছে এরকম অন্তত একটি ঘটনা খাতায় লেখা। • প্রার্থনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা ও পদ্ধতিগুলো শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করানো।	• বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রার্থনা করতে পারা।	এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের নবম অধ্যায় **BEFORE THE FATHER** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

দশম অধ্যায়: অসুস্থ বিশ্বের নিরাময় **(৮ পিরিয়ড)**

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পাপের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পাপের ফলে বিশ্বের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।	• পাপ • বিশ্বের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা	• পাপের ধারণা ব্যাখ্যা করার পর পাপের ফলে ক্ষতবিক্ষত বিশ্বের অবস্থা প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন। • **দলীয় কাজ :** পাপের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা অসুস্থ বিশ্বের বিভিন্ন খবর দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে একটি দেয়ালিকা প্রস্তুতকরণ।		এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের দশম অধ্যায় **A BROKEN WORLD** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।
৩. খ্রিষ্টের নিরাময়কারী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবে।	• নিরাময়কারী খ্রিষ্ট • পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত	• পোস্টার পেপারের মাধ্যমে বাস্তব জীবন থেকে নিরাময় লাভের বিভিন্ন খবর প্রদর্শন করা খ্রিষ্টের নিরাময়কারী শক্তির মাহাত্ম বর্ণনা করা। • পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত অনুশীলন করানো।	• বিভেদের মাঝে পুনর্মিলন ঘটেছে এরকম পরিচিত কোন ঘটনার কথা লিখে আনা।	প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
৪. পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৫. পাপ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ হবে। ৬. পুনর্মিলন সাক্রামেন্তে উদ্বুদ্ধ হবে।				

একাদশ অধ্যায়: বিবেকের নীরব কণ্ঠস্বর (১০ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. মূল্যবোধের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. নৈতিক মূল্যবোধের উৎস ও আবিষ্কারের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।
৩. বিবেক গঠনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৪. পরিপক্বতায় বিকাশ লাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. এইডস, ধূমপান, মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব এবং এগুলো থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৬. মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

আবেগীয়
৭. বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে তা মেনে চলবে।
৮. মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধসমূহ অনুসারে জীবনযাপন করতে পারবে।</td>
<td>● মূল্যবোধ
● নৈতিক মূল্যবোধ আবিষ্কার
● বিবেকের গঠন
● পরিপক্বতায় বৃদ্ধিলাভ
● এইডস, ধূমপান ও মাদকাসক্তি
● মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ</td>
<td>● নৈতিক মূল্যবোধের বাইরের ও ভিতরের উৎসগুলো পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।
● বিতর্ক প্রতিযোগিতা: “পরিবাই সঠিক বিবেক গঠনের একমাত্র উৎস।”
● সম্ভব হলে এইডস, ধূমপান ও মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব স্থির চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।
● ছক পূরণ
<table>
<tr><th></th><th>ক্ষতিকর প্রভাব</th><th>মুক্ত হওয়ার উপায়</th></tr>
<tr><td>এইডস</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ধূমপান</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>মাদকাসক্তি</td><td></td><td></td></tr>
</table>
● বাড়ির কাজ : বাস্তব জগতে কোথায় কোথায় মঙ্গলসমাচরের মূল্যবোধ দেখতে পাওয়া যায় তা লেখা।</td>
<td>● নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে কী কী মন্দতা ঘটছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা।</td>
<td>এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের একাদশ অধ্যায় A STILL, SMALL VOICE অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।</td>
</tr>
</table>

দ্বাদশ অধ্যায়: হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা (৮ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. কষ্টের ধারণা ও বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
২. কষ্টযন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জনের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
৩. কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।

আবেগীয়
৪. কষ্টযন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করতে পারবে।
৫. কষ্টযন্ত্রণা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।</td>
<td>• কষ্টের বিভিন্ন ধরন
• কষ্টযন্ত্রণার ইতিবাচক মনোভাব
• কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা</td>
<td>• হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বা বিভিন্ন পরিবারে কষ্টে জর্জরিত মানুষের চিত্র (সম্ভব হলে খবরের কাগজ থেকে চিত্র সংগ্রহের মাধ্যমে) বর্ণনা করা।
• বাড়ির কাজ: এমন একজন সাধু বা সাধ্বীর ঘটনা উল্লেখ করা যিনি খ্রিষ্টের মতো করে কষ্টকে জয় করেছেন।</td>
<td>• একক কাজ (ছক পূরণ)
<table>
<tr><th>নিজের ভুলের কারণে সৃষ্ট কষ্ট</th><th>অপরের কল্যাণ সাধন করার কারণে কষ্ট</th></tr>
<tr><td>১</td><td>১</td></tr>
<tr><td>২</td><td>২</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>৩</td></tr>
</table>
</td>
<td>এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায় WHEN AGONY FLOODS THE HEART অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।</td>
</tr>
</table>

ত্রয়োদশ অধ্যায়: সহিংসতা ও শান্তি (৭ পিরিয়ড)

<table>
<tr><th>শিখনফল</th><th>বিষয়বস্তু</th><th>শিখন শেখানো নির্দেশনা</th><th>মূল্যায়ন নির্দেশনা</th><th>পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা</th></tr>
<tr>
<td>বুদ্ধিবৃত্তীয়
১. বিভিন্ন প্রকারের সহিংসতার বর্ণনা দিতে পারবে।
২. সহিংসতার কুফলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩. শান্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীয় ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

আবেগীয়

৫. সহিংসতা বর্জন করবে।
৬. শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে।</td>
<td>• সহিংসতা

• সহিংসতার কুফল

• শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা</td>
<td>• প্রামাণ্য চিত্র আর তা সম্ভব না হলে স্থির চিত্রের মাধ্যমে সহিংসতা ও এর বিভিন্ন কুফল বর্ণনা করা।
• দলীয় কাজ: বাস্তব জীবনে কোথায় কোথায় সহিংসতা ঘটতে দেখা যায়, সেগুলোর কারণ ও প্রভাব লেখা।
<table>
<tr><th>সহিংসতা</th><th>কারণ</th><th>প্রভাব</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
একক কাজ
• শান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার্থী তার পরিবার, পাড়া, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থানে কী ভূমিকা রাখতে পারে তার তালিকা তৈরি করা।</td>
<td></td>
<td>এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়. ‘NO’ TO VIOLENCE, 'YES' TO PEACE’ অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।</td>
</tr>
</table>

চতুর্দশ অধ্যায়: পরিবর্তিত বিশ্ব চাই (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যায় কাঠামোর চিত্র বর্ণনা করতে পারবে।	• সামাজিক অন্যায়ের চিত্র	• সমাজের বিভিন্ন অন্যায্যতার তালিকা, এগুলোর কারণ ও বিভিন্ন কুফল তিনটি আলাদা পোস্টার পেপারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। • **অভিনয় :** রাজাবলির প্রথম গ্রন্থে উল্লেখিত নাবোথের আঙুর ক্ষেতের কাহিনীটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো।		এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের পঞ্চদশ অধ্যায় TURNING THE WORLD UPSIDE DOWN অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে।
২. সমাজ পরিবর্তনে সহিংস বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের দেখানো পথের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. সমাজ পরিবর্তনে সহিংসতা বর্জন করবে ও খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলবে।	• সহিংস বিপ্লবের কুফল • সমাজ পরিবর্তনে খ্রিষ্টের পথ	• খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে সমাজে ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপায় বর্ণনা করা।		প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়: আমাদের মুক্তির পথ (৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন শেখানো নির্দেশনা	মূল্যায়ন নির্দেশনা	পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জীবনের অর্থবহ লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।	• অর্থবহ লক্ষ্যের সন্ধানে	• **একক কাজ :** বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষার কথা লিখতে দেওয়া। • **দলীয় কাজ :** কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূরণ ইতিবাচক সুখের জন্ম দেয় ও কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না এবং কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূরণ নেতিবাচক সুখ অর্থাৎ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সুখের জন্ম দেয় তা দুইটি সারণিতে লেখা।		এই অধ্যায়টি লেখার জন্য Called to be Free নামক বইয়ের ষোড়শ অধ্যায় **OUR WAY TO FREEDOM** অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতির জন্য মঙ্গলবার্তা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
২. সব সময় অর্থপূর্ণ জীবনের সন্ধান না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• পূর্ণতার সন্ধানে ব্যর্থতার কারণ	• এমন কী আকাঙ্ক্ষা আছে যা পূরণের মাধ্যমে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় তা খুঁজে বের করা।	• **কাজ** একটি ছেলে স্কুল বাদ দিয়ে সিগারেট খায় ও এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে। তাকে আবার স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে দেওয়া।	
৩. খ্রিষ্টের দেখানো পথই আমাদের পথ, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। **আবেগীয়** ৪. খ্রিষ্টের দেখানো পথে চলবে।	• খ্রিষ্টের দেখানো পথ			

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০